প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৪ ❖ ৫ - ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

# আগমনকালের ২য় রবিবার
## বাইবেল দিবস বিশেষ সংখ্যা

প্রভুর আগমনের দিনটি আলোয় ও আনন্দে ভরে উঠুক

পবিত্র বাইবেল : ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য

ঈশ্বরের সৃষ্টি : আমাদের অনন্য শিক্ষাদাতা

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র
পাল্লিউম বিভূষণ অনুষ্ঠান

# সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

## সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়

## ৩২, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে, আগামী ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে ভর্তির কার্যক্রম অতিসত্ত্বরই শুরু হতে যাচ্ছে।

**ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:**

১। অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত;
২। খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট, পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি এবং বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র;
৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি (যদি থাকে) ফটো কপি
৪। সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
৫। ভর্তি পরীক্ষায় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা হবে। প্রথমে মৌখিক পরীক্ষা এবং পরে লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে, যথা-

**(ক) প্রথম ভর্তি পর্বের তারিখ : ডিসেম্বর ২০ এবং ২১, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার ও মঙ্গলবার।**
**(খ) দ্বিতীয় ভর্তি পর্বের তারিখ : জানুয়ারী ৬, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার।**
**(গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : জানুয়ারী ৮, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার।**

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করুন যে বিগত বছর (২০২১) থেকে এ বিদ্যালয়ে চারটি বিষয়ের উপর **(মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি)** কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, অর্থাৎ মেকানিক্যাল কোর্স হিসেবে কোন বিষয় থাকছে না।

খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে থাকা ও খাওয়া বাবদ মাসে ৫০০.০০ টাকা। প্রশিক্ষণের জন্যে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক বেতন ১ম বর্ষে:১০০.০০ টাকা; ২য় বর্ষে: ১১০.০০ টাকা; ৩য় বর্ষে: ১২০.০০ টাকাযা তাদেরকে এখানে কাজ করেই উপার্জন করতে হবে। প্রতি পরীক্ষার ফি: ৫০.০০ টাকা। তাছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এখানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজেও অংশ নিতে হয় বিধায় পরিশ্রম করার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছরের প্রশিক্ষণ পাবে, যা ভর্তির পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি ক'রে সেকশন নির্বাচন/নির্ধারণ করা হবে।

**বাৎসরিক ভর্তি ফি:**

| | |
|---|---|
| প্রথম বারের জন্য | - ৩,০০০.০০ টাকা |
| পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য | - ১,৫০০.০০ টাকা |
| সিকিউরিটি মানি | - ৩,০০০.০০ টাকা (যারা হোস্টেলে থাকবে) |
| সিকিউরিটি মানি | - ১,০০০.০০ টাকা (যারা বাইরে থাকবে) |

যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং হোস্টেলে থাকবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে কত তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে:

১। মশারিসহ বিছানাপত্র, ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।
২। জানুয়ারি মাসের বেতন, হোস্টেল ফি এবং ভর্তি ফিসহ মোট ৩,০০০.০০ টাকা (প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর মাসিক বেতন কোর্সের মেয়াদ অনুসারে নির্ধারিত হবে)
৩। ক্লাশের বই-খাতার জন্যে আরো অতিরিক্ত কিছু টাকা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার টেলিফোন নম্বর: (০২)৪৭১১৫৯৯৫: অফিস বা +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯: অফিস বা ই-মেইল নম্বর: Br. Rocky Gosal, CSC: (brorockycsc@gmail.com)
ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এ ব্যপারে বিদ্যালয় অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

**ব্রাদার যোগেশ জন কর্মকার সিএসসি।**
অধ্যক্ষ
মোবাইল : 01732466633

বিজ্ঞ/৩৪২/২০২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৪৪
৫ - ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২১ - ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

# নিয়মিত বাইবেল পাঠের অভ্যাস গড়ে ওঠুক

বিশ্বের সকল মানুষের কাছেই বাইবেল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র বাইবেলের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব আরো বেশি। কেননা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে বাইবেল ঈশ্বরের বাণী বলে সমাদৃত। যা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষের ভাষায় লেখা হয়েছে। ঈশ্বর কথা বলেন এ বাণীর মধ্য দিয়ে। বাইবেল বা তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ন্যায় বাইবেলের বাণীরও অনেক শক্তি, অনেক ক্ষমতা। বিশ্বসৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সময়ের পরিক্রমায় জগতের প্রয়োজনে মানুষের সাথে দৃশ্যমানভাবে থাকতে ঈশ্বরের বাণী দেহধারণ করলেন। ইহুদী বংশের মারীয়া নামধারী এক কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ঈশ্বরের বাণী যিশু নাম নিয়ে এ জগতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে স্পর্শ করলেন। ঈশ্বরের বাণী মানুষের সাথে মিশে গেলেন। জগতের দুঃখ, যন্ত্রণা, অবহেলা, উদাসীনতা সব অভিজ্ঞতা করলেন। দুঃখ-যন্ত্রণায়, হতাশা-বেদনায়, রোগে-শোকে, ক্ষুধা-তেষ্টায়, অবহেলা-অবজ্ঞায় যিশু তাঁর কাজ ও জীবন দিয়ে মানুষের আশা, আনন্দ, সান্ত্বনা, সাহস, পরিত্রাণ ও মুক্তির কারণ হলেন। যিশুও কথা বা বাণীর মধ্যদিয়ে রোগগ্রস্তকে সুস্থতা ও মৃতকে জীবন দিয়ে মানুষের জীবনবাণী হয়ে ওঠেছে। খ্রিস্টানদের জীবনে তাই বাইবেল বা ঐশবাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টানদের জীবনে বাইবেলের গুরুত্ব অতীব - এ উপলব্ধি থেকেই প্রতিবছর আগমনকালের ২য় রবিবারে মণ্ডলীতে বাইবেল দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয়। এ বছর তা পালিত হবে ৫ ডিসেম্বর।

বাইবেল দিবস আমাদেরকে আহ্বান করছে যাতে করে আমরা পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে জানতে আরো বেশি চেষ্টা করি। কাথলিকদের সে চেষ্টাটি একটু ক্ষীণ। তাইতো কাথলিকেরা বাইবেল পড়ে না, অন্য মণ্ডলীর সভ্য বা আমাদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে ওঠেছে। একথা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্য যে, বেশীর ভাগ কাথলিকদের মধ্যে পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে ধারণা কম। অনেকের বাড়িতে বাইবেল থাকলেও তা কদাচিৎ পড়া হয়। ঈশ্বরের কথা শুনতে ও বুঝতে চাইলে বাইবেলের বিকল্প নেই। তাই পাঠাভ্যাস ফেরাতে হবে এবং বিশেষভাবে বাইবেল পাঠে যত্নশীল হতে হবে। কোভিড কালে অনেকে বাইবেল পাঠ করে জীবনে স্থিরতা বজায় রেখেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন জীবনের কঠিন সংকট মোকাবেলা করার অনেক রশদ বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে। কিছু যুবককে দেখছি সারা দিনে একবার বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ করে। এ সুঅভ্যাস আমাদের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। বিশপীয় ও ধর্মপ্রদেশীয় বিভিন্ন কশিমন তাদের বিভিন্ন মিটিং শুরুর আগে বাইবেল পাঠ করে সভা শুরু করেন। বিভিন্ন খ্রিস্টান আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রার্থনার মধ্যদিয়ে দিন শুরু করেন। সম্ভবপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেখানে বাইবেল পাঠও সংযুক্ত করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মপল্লীর কম্পাউণ্ডের দেয়ালসমূহে বাইবেলের বিভিন্ন বাণী লিখেও বিশ্বাসীবর্গকে বাইবেল শিক্ষাদানে সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। বিশেষভাবে এই ডিজিটাল যুগে অনলাইনের মহাসমুদ্রে বাইবেলের লব্ধতা যেন আলোর বর্তিকা হয়ে ওঠতে পারে। খ্রিস্টবিশ্বাসীসহ অনেকেই অনলাইনে বাংলা বাইবেল পড়তে চান কিন্তু তা সহজলব্ধ নয় বলে তারা সুযোগবঞ্চিত হন। এমনিতর অবস্থায় বাইবেল বিষয়ক কাজে যারা জড়িত তারা বাইবেলের শিক্ষাকে উপযোগি করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিশুদের জন্য চিত্রের মধ্যদিয়েও বাইবেলের শিক্ষা তুলে ধরা যায়। এমনিভাবে সকলস্তরের মানুষের কাছেই বাইবেল পৌঁছে দেবার কাজ করতে হবে।

এই আগমনকালের প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে বাইবেলের ছোট একটি অংশ পাঠ করি। যিশুর জন্মদিন পালনের বড় একটি প্রস্তুতি হোক বাইবেল পাঠ ও ধ্যান। যাতে করে আগমনকালের এই প্রস্তুতি আমাদের সকলের জীবনে বাইবেল পাঠের সুঅভ্যাসে পরিণত হয়॥ †

**এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তর চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর রাস্তা সমতল কর। - (লুক ৩:৪)**

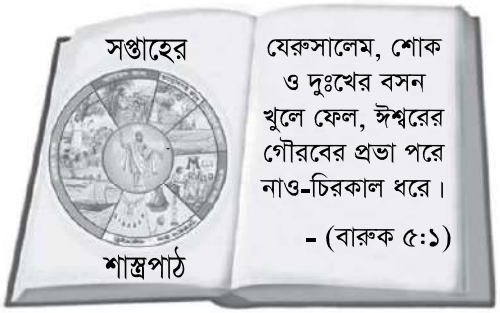


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫-১১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**৫ ডিসেম্বর, রবিবার**
বারুক ৫: ১-৯, সাম ১২৬: ১-৬, ফিলি ১: ৪-৬, ৮-১১, লুক ৩: ১-৬
**বাইবেল দিবস**

**৬ ডিসেম্বর, সোমবার**
ইসা ৩৫: ১-১০, সাম ৮৫: ৯কখ-১০, ১১-১২, ১৩-১৪, লুক ৫: ১৭-২৬

**৭ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার**
**সাধু আমব্রোজ, বিশপ, আচার্য,** *স্মরণ দিবস*
ইসা ৪০: ১-১১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০-১৩, মথি ১৮: ১২-১৪
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান*:
১ করি ৪: ১-৫, সাম ৮৯: ১-৪, ২০-২১, ২৪, ২৬, লুক ২২: ২৪-৩০

**৮ ডিসেম্বর, বুধবার**
**কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব**
আদি ৩: ৯-১৫, ২০, সাম ৯৮: ১-৪, এফে ১: ৩-৬, ১১-১২, লুক ১: ২৬-৩৮
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্বদিবস

**৯ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার**
ইসা ৪১: ১৩-২০, সাম ১৪৫: ১+৯, ১০-১১, ১২-১৩কখ, মথি ১১: ১১-১৫

**১০ ডিসেম্বর, শুক্রবার**
ইসা ৪৮: ১৭-১৯, সাম ১: ১-২, ৩, ৪+৬, মথি ১১: ১৬-১৯
**মানবাধিকার দিবস**

**১১ ডিসেম্বর, শনিবার**
**সাধু প্রথম দামাসুস, পোপ**
বেন-সিরাখ ৪৮: ১-৪, ৯-১১, সাম ৮০: ২কগ, ৩খগ, ১৫-১৬, ১৮-১৯, মথি ১৭: ১০-১৩

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**৫ ডিসেম্বর, রবিবার**
+ ১৯৮৩ ফাদার **স্ট্যাগমায়ার সিএসসি (ঢাকা)**
+ ২০১৩ সিস্টার পিয়া ফার্ন্দাদেজ এসসি (দিনাজপুর)

**৬ ডিসেম্বর, সোমবার**
+ ১৯৬৭ ফাদার আমাতোরে দান্নিনো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী মনিকা পিসিপিএ
+ ২০০৫ পৌল পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)

**৭ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার**
+ ২০১০ ফাদার সুবাস কস্তা (রাজশাহী)

**৮ ডিসেম্বর, বুধবার**
+ ১৯২৮ সিস্টার মার্গারিতা বেল্লেসিনি এসসি
+ ১৯৯৪ সিস্টার পিয়েরিনা কলম্বি এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী জর্জ এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার শান্তি লালেনদি সিএসসি (চট্টগ্রাম)

**৯ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯২৯ ফাদার ফ্রান্সেসকো রক্কা পিমে (দিনাজপুর)

**১০ ডিসেম্বর, শুক্রবার**
+ ১৯৮৪ ব্রাদার জোসেপ্পে নারনী পিমে (দিনাজপুর)

## আমার অবস্থান কোথায়?

২০১৯ খ্রিস্টাব্দ অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড শহরের সাধু বার্ণাডেট গির্জা প্রাঙ্গণে এক বৃদ্ধা মহিলা তার প্রয়াত স্বামীর ২৫ বছর মৃত্যু বার্ষিকী পালনের এক শোক সভার আয়োজন করেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। সভায় প্রায় ৩০ জন বয়স্ক পুরুষ-মহিলা যোগদানে ভাবগম্ভীর পরিবেশে কার্যক্রম শুরু হয়। আয়োজক স্মরণীয় ঘটনাবলী বলার সাথে পাশে টেবিলে রাখা দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রতীক মেডেল, যুদ্ধ বিধ্বস্ত লাশ উদ্ধারের ফটো, সেবামূলক কাজের প্রশংসা পত্র এবং পরবর্তীকালে রেড ক্রিসেন্ট সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে কাজ করার প্রশংসাপত্র ও ক্রেস্ট সভায় অংশগ্রহণকারীদের সামনে তুলে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কয়েকজন মহিলা এগিয়ে এসে সান্ত্বনাদানে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের কক্ষে টেবিলে রাখা কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। টেবিলে আমার বামপাশে বসা ভারতীয় নাগরিক আমার দিকে তাকিয়ে পরিচয় জানতে চাইলে, বলি আমি বাংলাদেশী এখানে আপনজনদের সাথে দেখা করতে এসেছি। বলতেই উৎসুক হয়ে শহরের নাম জানতে চাইলে বলি ঢাকা শহর, বলতেই সে বলে, আমার ঢাকা মহাখালীর কলেরা হাসপাতালে যাবার সুযোগ হয়েছিল। বেশ সুন্দর পরিপাটি ও পরিবেশ ভাল; ঐ এলাকার খ্রিস্টান পাড়া এবং একটি গির্জাও দেখার সুযোগ হয়েছে বলে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলো। আমার ডানপাশে বসা বয়স্ক সিস্টার ফোড়ন কাটেন। কেননা এতক্ষণ সে আমাদের কথা-বার্তা শুনে বিব্রত অবস্থানে ছিলেন। সিস্টার মুচকি হাসিমুখে ভদ্রলোককে বলেন, উনি ঈশ্বরের সাথে থাকেন। কথা শুনে আমরা সকলেই অবাক। সিস্টার আরো বলেন, আমরা কখনও এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকিনা, সর্বদাই নড়াচড়া করি। খ্রিস্টভক্ত হিসাবে বিশ্বাস করি ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের সাথে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। সুতরাং আমরা সর্বদাই ঈশ্বরের সাথে থাকি। কথাটি অমূলক নয়, ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

জানিনা কেন, শ্রদ্ধেয় সিস্টার এর কথা শুনে আরো কিছু নতুনত্ব জানতে ও শেখার উদ্দেশে একটু ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করি - আচ্ছা কবরস্থানে মৃত ব্যক্তির শিয়রে রাখা শ্বেত পাথরে প্রথম নাম, পরে জন্ম ও মৃত্যু তারিখের মধ্যখানে – চিহ্নটি কেন ব্যবহৃত হয়? জবাবে উনি বলেন, ড্যাশ চিহ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৃত ব্যক্তির জন্ম হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাল্য, যৌবন, কর্মজীবন এবং পারিবারিক, সাংসারিক জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা, শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়া এমনকি পৌঢ়কালে ধর্মের প্রতি কতটা কর্তব্য পরায়ণ ভাল-মন্দের ইতিহাস এই – চিহ্নতেই অদৃশ্যভাবে রচিত আছে। শ্রদ্ধেয় সিস্টার এর কাছ থেকে মূল্যবান কথা শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা না পেয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় তার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ভাবতে অবাক হই, আমার অবস্থান কোথায়? খ্রিস্টভক্ত হিসেবে কি রেখে গেলাম, একট ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বৈকি?

**পিটার পল গমেজ**

# ঈশ্বরের বাণীকে আমাদের জীবনে সর্বোচ্চ আসন দেই

‘প্রকৃতির যত্নে বাইবেলের শিক্ষা’- এই মূলসুরকে প্রতিপাদ্য ক’রে জাতীয় বাইবেল দিবস ২০২১ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। পবিত্র বাইবেল কেবল মাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং পারমার্থিক কল্যাণের কথাই আমাদের বলে না, কিন্তু গোটা সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্কের কথা, সৃষ্টির যত্নে মানুষের করণীয়ের কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি ক’রে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, সৃষ্ট সকল কিছুর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। এই প্রসন্নতাই তো সৃষ্টির উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বয়ে এনেছে।

আমাদের পরিত্রাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে মানব সমাজের, তথা সৃষ্টির অংশ হয়ে মানুষকে ও অপরাপর সৃষ্টিকে মর্যাদা দান করেছেন। “খ্রিস্ট অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সর্বসৃষ্টির পূর্বে প্রথম জাতক। তাঁর মাঝেই স্বর্গ ও মর্ত্যের সব কিছুর উৎপত্তি। দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য সর্ব বস্তু, সিংহাসন, সার্বভৌমত্ব, প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সব কিছুই তাঁর দ্বারা এবং তাঁরই জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ছিল তাঁর অস্তিত্ব এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই মাঝে সন্নিবদ্ধ। তিনিই মণ্ডলীরূপে দেহের মস্তক, তিনিই আদি, মৃতলোক থেকে সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত, যেন সর্ব বিষয়ে তিনিই হতে পারেন অগ্রগণ্য। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরই মাঝে ঐশ সত্তা পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত। ক্রুশে সিঞ্চিত তাঁর রক্তের দ্বারা ঈশ্বর তাঁরই মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর সব কিছুকে নিজের সঙ্গে পুর্নমিলিত করেন *(কলসীয় ১:১৫-২০)*।” তাই গোটা সৃষ্টিই মুক্তির স্বাদ লাভ করেছে।

ঈশ্বরই বিশ্ব-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন; প্রাণময় ও জড়বস্তু- সবই ঈশ্বরের সৃষ্ট। নিজেদেরকে আমরা প্রশ্ন ক’রে জেনে নেই, কেন ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন? কেমন ক’রে ঈশ্বরের সৃষ্টি আমাদের অনন্য শিক্ষাদাতা হয়ে উঠেছে? পবিত্র বাইবেলে সৃষ্টির যত্নে আমাদের জন্য কি কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

যথাযথ ও অর্থপূর্ণভাবে জাতীয় বাইবেল দিবস ২০২১ উদ্‌যাপনের উদ্দেশে প্রতিবেশীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। একই উপলক্ষে প্রকাশিত জাতীয় বাইবেল দিবস ২০২১- এর পোষ্টার দেশের সকল ধর্মপ্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমার আহ্বান, আসুন আমরা পবিত্র বাইবেল তথা ঈশ্বরের পবিত্র বাণীকে আমাদের জীবনে সর্বোচ্চ আসন দেই, ঈশ্বরের নির্দেশ-বাণী জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলি এবং ঐশবাণী প্রচার ও বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করি।

পরম বাণী যিশুখ্রিস্ট আমাদের সহায় হোন এবং আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন।

খ্রিস্টেতে,

**বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী**
সভাপতি, ধর্ম শিক্ষাদান ও বাইবেলীয় সেবাকাজ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

# সৃষ্টির যত্নে আমাদের প্রতি ঐশ নির্দেশ

**ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ**

সৃষ্টির যত্নে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ মূলত: আমাদেরকে একটা দায়িত্ব প্রদান করে। নির্ভর  ক'রে কেউ যখন আমাদেরকে কোন দায়িত্ব প্রদান করে, সেখানে থাকে নির্ভরতা, সেখানে থাকে সম্পর্ক, সেখানে থাকে সম্মান। এই নির্ভরতা, সম্পর্ক ও সম্মান আবার জন্ম দেয় দায়িত্ব-বোধের। তাই সৃষ্টির যত্নে মানুষ শুধু ঈশ্বরের দেয়া দায়িত্ব পালন করবে তা-ই নয়, দায়িত্ব-বোধে উজ্জীবিত হয়ে এবং নিজের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুধাবন ক'রে সৃষ্টির যত্ন নেওয়াকে পবিত্র, জরুরী ও অপরিহার্য কর্তব্য মনে করে তা পালন করবে।

ঈশ্বরের সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে আমাদের সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের কারণ। "আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করলেন... ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই সব কিছুর দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন- আর দেখলেন, সকলই উত্তম হয়েছে (আদিপুস্তক ১:১-৩১)।" প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হয়েছেন, কারণ সে সকল উত্তম। আবার, সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকে প্রসন্ন করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন তিনি। অতন্তঃ মানুষের তো প্রসন্ন হওয়ারই কথা, কৃতজ্ঞ হওয়ারই কথা- কারণ সৃষ্টিকে তিনি এমন ভাবে সাজিয়েছেন, যাতে মানুষের কোন অভাব না হয়। মানুষসহ গোটা সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি প্রসন্ন হয়েছেন- তিনি যেন এই সৃষ্টিকে নিয়ে প্রসন্ন থাকতে পারেন, তেমন কাজই মানুষের করা উচিত। সৃষ্টি-কর্ম সম্পাদন ক'রে এই সৃষ্টিকে অধিকার, ভোগ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়েছেন। "ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং ঈশ্বর বললেন, ফলশালী হও এবং বংশ বৃদ্ধি কর, আর একে বশীভূত কর.. (আদিপুস্তক ১:২৮)।" এই অংশের মূলভাষা অর্থাৎ হিব্রু ভাষায় 'বশীভূত করা ক্রিয়া বাচক শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'কাভাশ' এবং নাম বাচক শব্দ হচ্ছে 'কেভেশ' যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'পা দানী' অন্য কথায়, কোন কিছুকে পায়ের নীচে রাখা, যুদ্ধে কাউকে পরাজিত করলে তাকে পদানত করে রাখা। কিন্তু 'কাভেশ' বা বশীভূত করার পাশাপাশি আরও একটি শব্দ আছে 'রাদাহ্' যার ভাবার্থ হচ্ছে নেমে আসা, নীচে যাওয়া, ঘুরা, ছড়িয়ে পড়া। সেই দিক থেকে 'বশীভূত করা' বা 'দমন করার' প্রকৃত অর্থ হচ্ছে অধীনস্থদের সমপর্যায়ে নেমে তাদের সাথে পথ চলে তাদের পরিচালনা দান করা। বলা বাহুল্য, 'প্রকৃতিকে দমন করা, দখল করা, পদানত করে, বশীভূত করে প্রকৃতিকে জয় করা'র ধারণা একটি ভুল ধারণা এবং পবিত্র শাস্ত্রের অপ ব্যাখ্যা। যে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' প্রভু প্রসন্ন হলেন, সেই সৃষ্টিকে পদানত করার বা পরাজিত করার প্রশ্ন কেন আসবে? যে বিষয়টি বরং আসবে তা হল 'নীচে নেমে' আর 'সাথে চলে' এই সৃষ্টির সুর, ছন্দ, তাল, লয়, বর্ণ ও গন্ধকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্বের কথা। এই দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া দায়িত্ব।

"কী  বিস্তৃত তোমার কর্মরাশি, হে প্রভু! আপন প্রজ্ঞায় সে সবই সৃষ্টি করেছ তুমি... *(সাম ১০৪: ২৪-২৫)*।" তাঁর প্রজ্ঞা সীমিত নয়, খণ্ডিত নয়। তাই তাঁর প্রজ্ঞাময় সৃষ্টি সুন্দর হবে, উত্তম হবে, সম্পূর্ণ হবে- সেটাই তো স্বাভাবিক। সৃষ্টিকে নিয়ে গভীর বিস্ময়ানুভব আমাদের  মনে উদয় হয় কি? না হ'লে কি ক'রে সৃষ্টিকর্তার বন্দনায় আমরা মুখর হয়ে উঠব?

"এই পৃথিবীকে দেখতে এসে তা তুমি
জলসিক্ত কর,
প্রচুর দানেই তাকে ধনবতী ক'রে তোল;
উছলে পড়ে পরমেশ্বরের নদী,
শস্যের ফসল ফলাও তুমি;
এভাবেই তুমি প্রস্তুত কর মাটির বুক-
জলসিক্ত কর তার খাঁজ, সমান কর তার আল,
তা কোমল কর বৃষ্টিধারায়,
তার অংকুর আশীর্বাদ কর (সাম ৬৫:১০-১১)।"

সৃষ্টিকর্তা প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টিকাজ সম্পাদন করে, আড়ালে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। তিনি ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিশীল সৃষ্টিতে রূপ, রস, গন্ধ, ঋতু-বৈচিত্র্য সবই ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতার প্রকাশ। মানুষের ভূমিকা মুগ্ধ হয়ে শুধু ঈশ্বরের প্রশংসা করা নয়, সৃষ্টিকে দেখে শুধু হৃদয় আর নয়ন জুড়ানো নয়, বরং ঈশ্বরের সহকর্মী হয়ে এই সৃষ্টির যত্ন নেয়া, সৃষ্টির সুর-তাল লয়কে রক্ষা করা তার দায়িত্ব। মানুষ যেন প্রতিযোগিতা ক'রে ঠিক বিপরীত কাজটিই করছে। এতে ক'রে একদিকে যেমন সৃষ্টিকে সাথে নিয়ে ঈশ্বর-আরাধনার পরিবর্তে তাঁকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, সৃষ্টিকে ক্ষত-বিক্ষত করা হচ্ছে, অন্যদিকে মানব-উন্নয়নের নামে আত্ম-বিনাশের কাজটি মানুষ ক'রে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে। সৃষ্টির ইতিহাসে মানুষ নিজের মৃত্যু-মুখী গতিকে এত বেশী ক'রে আর কখনও ত্বরান্বিত করেনি; চোখে আবরণ লাগিয়ে আত্ম-ধ্বংসবাদী হয়ে আর কখনও মানুষ মৃত্যুকে এমন পাগলের আলিঙ্গনে জড়ায়নি। আর কখনও মানুষ এমন নির্মমভাবে সবুজকে হত্যা করে আগুনের সাথে ঘর বাঁধেনি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে, হাহাকার আছে, মহা বিপদের ভবিষ্যদ্বানী আছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থবাদী চিন্তা এবং সামন্তবাদী আর্থিক লাভের হিসাব তথাকথিত উন্নয়নের মোড়ক দিয়ে ঢেকে যে ট্যাবলেট মানব সন্তানদের সামনে মূলার মত ঝুলানো হয়েছে, এর বিজ্ঞাপনী স্বাদ ও লোভনীয় চেহারা মানুষের মহা বিপদের মৃত্যু চিন্তাকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে। সুতরাং 'মার, নিজের পায়ে কুড়াল মার; তালে তালে অন্যের পায়েও মার! এই আমরাই মানব ইতিহাসে নিজেদেরকে সব চেয়ে উন্নত ও সভ্য ভেবে আত্ম-প্রবঞ্চনা করছি, অথচ জীবন-সংহারী কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ কমাতে একমত হতে পারছি না আমরা। ব্যক্তি-জীবনে প্রতিবেশ-প্রতিবেশের অনুকূলে জীবন-চর্চা ও এ বিষয়ে সচেতনতা একেবারে শূণ্যের কোঠায়।

পবিত্র বাইবেলে মানুষ, প্রাণীকূল এবং অপরাপর সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্নের বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট। নোয়ার প্রতি পরমেশ্বরের স্পষ্ট নির্দেশ: "মদ্দা ও মাদী মিলিয়ে এক জোড়া ক'রে যত জীবজন্তু, যত প্রাণী নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের সঙ্গে সেই জাহাজে প্রবেশ করবে; সব জাতের পাখি ও সব জাতের পশু ও ভূমির সব জাতের সরীসৃপ জোড়া জোড়া ক'রে প্রাণ রক্ষার জন্য তোমার সঙ্গে যাবে। আর তুমি নিজের জন্য ও তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে সব রকম খাদ্য-সামগ্রী জুগিয়ে নিজের কাছে জমিয়ে রাখ।" নোয়া সব কিছু করলেন; পরমেশ্বর তাঁকে যেমন

আজ্ঞা দিলেন, তিনি সেই অনুসারে সবকিছু করলেন *(দ্রষ্টব্য: আদিপুস্তক ৬:১৯-২২)*।" নোয়ার প্রতি পরমেশ্বরের যে নির্দেশ ছিল, তা এখনও বলবৎ আছে; আর বর্তমান বাস্তবতায় সেই নির্দেশ পালন আরও বেশী জরুরী।

হাজার হাজার বছর আগে বাইবেলের আইন সংহিতায় মানুষের প্রতি ঈশ্বর স্পষ্ট নির্দেশ জারি ক'রে রেখেছেন, যা সৃষ্টির ছন্দকে ধরে রাখার জন্য; এতে রক্ষিত হয় মানুষ ও প্রাণীকূলের মর্যাদা ও অধিকার: "তুমি ছ'দিন তোমার কর্ম ক'রে যাবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে, যেন তোমার বলদ ও গাধা বিশ্রাম পায় এবং তোমার দাসীর সন্তানেরা ও প্রবাসী মানুষও যেন প্রাণ জুড়ায় *(যাত্রাপুস্তক ২৩: ১২)*।" গম মাড়াইয়ের পরিশ্রমের সময় বলদদের যে খাদ্যের প্রয়োজন, সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; "গম মাড়াই করার সময় বলদের মুখে তুমি জালতি বাঁধবে না *(দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৪)*।"

ঈশ্বর সরাসরি তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেবার জন্য মানুষকে নিয়োজিত করেছেন: "প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন, যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশুনা করে *(আদিপুস্তক ২:১৫)*।" গোটা বিশ্বই আমাদের জন্য এদেন বাগান, আর প্রত্যেকজন মানব সন্তান আদমের মত এই বাগানের পরিচর্যার দায়িত্ব পেয়েছে। পরমেশ্বর বলেন, "তোমরা তোমাদের বসতির দেশকে অপবিত্র করবে না, কেননা রক্ত দেশকে অপবিত্র করে... তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ ও যার মধ্যে আমি নিজে বাস করব, তোমরা তা অশুচি করবে না; কেননা আমি প্রভু, যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে বসবাস করেন *(গণনাপুস্তক ৩৫: ৩৩-৩৪)*।"

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানব দেহ ধারণ ক'রে সৃষ্ট না হয়েও তিনি সৃষ্টির অংশ হয়ে উঠেছেন। এই খ্রিস্টযিশুতেই একদিন গোটা সৃষ্টি ঈশ্বরের সাথে 'পুনঃ প্রতিষ্ঠিত' হবে *(শিষ্যচরিত ৩:২১)*; অর্থাৎ সৃষ্টি পুনরায় "উত্তম" বা নিষ্কলুষ হয়ে উঠবে। তাই যিশুর দ্বারা সাধিত পরিত্রাণের ফলভাগী হবে মানবকূল; কিন্তু গোটা সৃষ্টিই এতে আশীষ-ধন্য হবে।

প্রভু যিশু তাঁর শিক্ষায় ও উপদেশ দানে প্রকৃতির অনেক সমৃদ্ধ তুলনা ব্যবহার করেছেন: বীজ বপকের উপমা কাহিনীতে *(মার্ক ৪:৩-৮)* বীজ এর সমৃদ্ধির কথা, উৎপাদনশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন ঈশ্বরের বাণীর শক্তিকে বুঝাতে গিয়ে। তিনি অতি ক্ষুদ্র সরিষা বীজের তুলনা বা উপমা *(মার্ক ৪:২০-৩২)* দিয়েছেন ঐশরাজ্যের অদৃশ্য-সুপ্তাবস্থা বুঝাতে, আবার এর বৃদ্ধির ক্ষমতা বুঝাতে। তিনি নিজেকে আঙ্গুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন *(যোহন ১৫:৫)* এবং তাঁর সাথে শাখা-প্রশাখার ন্যায় যুক্ত থেকে আমরা ফলশালী হয়ে উঠতে পারি ব'লে তিনি ভরসা দিয়েছেন। এমন ক'রে প্রকৃতির উপাদান নিয়ে অসংখ্য তুলনা দিয়েছেন, এ সমস্তকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে তিনি এক দিকে যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন, অন্য দিকে আবার এ সবের মধ্যদিয়ে অনিন্দ সুন্দর প্রাকৃতির সমৃদ্ধি ও ছন্দময়তার কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর এ সব কিছুর মধ্যদিয়ে সৃষ্টির সাথে যিশুর নৈকট্য প্রকাশ পেয়েছে; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল হতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

সৃষ্টির যত্নে মনোযোগী হওয়া ছাড়া, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া, আর এমন চেতনাকে ধর্মবোধের অংশ বিবেচনা করা ছাড়া খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা কোন ভাবেই পরিপূর্ণ নয়- এ উপলব্ধি বিশ্বাস-বোধ ও ধর্মচর্চার অংশ করতেই হবে॥

## শৈশবে থেকে কি লাভ?

**বনবিথির কবি**

যখন স্কুলে পড়তাম
জলের ঝাঁপটায় বড়াল
খসে পড়া আর
বাবলার কষে জলের
বীভৎস হাসি দেখে
স্তব্ধ হয়ে যেতাম।
তখন ভবিষ্যৎ ভাবার বদলে
ভাবতাম এমন কিছু যা
আর কারো সাথেই মিল হতোনা,
এ গড়মিল বরাবরই ভাল
লাগতো।
আজ আর শৈশব নেই
সব চর দখল করে
তৃপ্তির হাসি ঝুলছে চারপাশ
অথচ আজও আমি অবিচ্ছিন্ন
শৈশবে হাঁটছি
আর এ জীবনকে স্থবির করে
অজ্ঞাত বিশ্ব গড়ছি।

## বিশেষ ঘোষণা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই যে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যেই বড়দিন সংখ্যার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা দিয়েই সাজানো হচ্ছে বড়দিন সংখ্যা। আর প্রতিবেশীর বর্তমান চলতি ৪৪ সংখ্যাটিই হবে এ বছরের জন্য সাধারণ শেষ সংখ্যা। আপনার গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করে বড়দিন সংখ্যাটি বুঝে নিন।

**– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

# ঈশ্বরের সৃষ্টি: আমাদের অনন্য শিক্ষাদাতা

**মানিক উইলভার ডি'কস্তা**

আদিতে জগৎ ছিল নিরাকার এবং শূণ্য। ঈশ্বর নিরাকার অবস্থা ও শূণ্যতা থেকে জগতকে মুক্তি দিলেন। তিনি জগতকে 'নিরাকার' থেকে 'আকার' দিলেন আর 'শূণ্যতা'কে 'পূর্ণ' করলেন। ঈশ্বর প্রথমতঃ 'আকার' এবং 'ক্ষেত্র' প্রস্তুত করেন এবং তারপর 'ক্ষেত্র'কে 'শাসক' এবং 'অভিভাবক' দ্বারা পূর্ণ করেন।

বাসযোগ্য পৃথিবীতে যা কিছু প্রয়োজন, ঈশ্বর তার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করে জগতকে সাজিয়েছেন। যখন জগৎ বাসযোগ্য হলো, তখন সৃষ্টি হলো মানুষের। সৃষ্টিকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছেন, যেন সমস্ত কিছু একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকে, যেভাবে জালের প্রতিটি সুতা পরস্পর যুক্ত থেকে একে মজবুত রাখে। পৃথিবী সহ সকল গ্রহ সূর্যের সাথে সংযুক্ত, উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত, গাছপালা মাটি ও জলের সাথে সংযুক্ত, জলধারা মানবজাতি ও জীবন্ত সমস্ত কিছুর সাথে সংযুক্ত; সব কিছু সবার সাথে সংযুক্ত! এই সংযুক্তি ও আন্তঃনির্ভরতা পৃথিবীকে 'পূর্ণতা' দিয়েছে। জগতে জীবন্ত প্রাণী আছে, আছে পাহাড়, বালি, মাটির মত জড়বস্তু। পৃথিবীতে ঠিক ততটুকুই মাটি আর সাগর আছে, যতটুকু থাকলে তাতে পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন টিকে থাকতে পারে। জীবন্ত প্রাণী এবং জড়বস্তু যেমন পাথর, পাহাড় এবং তাতে যে খনিজ আছে সেগুলো সীমিত, অঢেল নয়। প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা প্রয়োজন প্রকৃতি তা উদারভাবে আমাদের দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ভোগবাদী মানসিকাতায় আমাদের 'লালসা' 'প্রয়োজন' এর স্থান নিয়ে নিয়েছে।

প্রাচীন সময়ে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্প্রীতি ও সখ্য ছিল, তারা জানতো কিভাবে একে অন্যকে সময় দিতে হয়, কিভাবে একে অন্যের যত্ন নিতে হয়। সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশীকে বলেন, প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করে ইস্রায়েল জাতি যেন জমিকে বিশ্রাম দেয়। তারা যেন ঐ সমস্ত উদ্ভিদ ধ্বংস না করে যেগুলো নিজে নিজে জন্মেছে। ভূমিতে যে গাছ চাষ করা হয়েছে তা ছাড়া তারা যেন আর অন্য কোন গাছের ফল ভোগ না করে *(লেবীয় ২৫:২-৫)*। প্রকৃতির সাথে মানুষের এই সম্প্রীতি ও সমন্বয় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বর মানুষকে সাবধান করেছেন, "যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করছে, তাদের ধ্বংস করবার সময় হয়েছে *(প্রত্যাদেশ ১১:১৮)*।" আদিতে মানুষ প্রকৃতি হতে শিক্ষা নিয়েছে। তারা শিখেছে কিভাবে ঝড়, বন্যা, বজ্রপাতে টিকে থাকতে হয়, কিভাবে রুদ্র সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হয়। কিন্তু সময়ের পথ চলায় প্রকৃতিকে মানুষ এখন আর শিক্ষকরূপে গ্রহণে রাজি নয়! দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি-শিল্প-যোগাযোগ বিপ্লবের পথ ধরে ক্রমাগত প্রকৃতির সাথে মানুষের বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, নিজের স্বার্থে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, বদলে দিচ্ছে।

**শিক্ষাদাতারূপে সৃষ্টিকে আলিঙ্গন: মাণ্ডলীক আহ্বান**

পবিত্র বাইবেলে অসংখ্যবার সৃষ্টি ও প্রকৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাক্তন সন্ধির যোব পুস্তকে প্রকৃতি হতে শিক্ষা গ্রহণে পরমেশ্বর আমাদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "পশুদের জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমায় শিক্ষা দেবে। কিংবা, আকাশের পাখীদের জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমায় বলে দেবে। অথ বা পৃথিবীর সঙ্গে কথা বল, সে তোমায় বলে দেবে। কিংবা সমুদ্রের মাছদের, তোমার সঙ্গে কথা বলতে দাও। এই সব প্রাণীর প্রত্যেকেই জানে যে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন *(যোব ১২:৭-৯)*" প্রকৃতি ও বাস্তুসংস্থানের প্রতিপালক আসিসির সাধু ফ্রান্সিস পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে প্রকৃতিকে একটি বড় বইরূপে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন, কারণ ঈশ্বর প্রকৃতিতে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর অসীম সৌন্দর্য ও উত্তমতা দেখার সুযোগ দান করেন। "সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্যদিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন *(প্রজ্ঞা ১৩:৫)*।" "জগতের সৃষ্টিকাল থেকে তাঁর অদৃশ্য গুণাবলী, তাঁর সেই চিরস্থায়ী শক্তি ও তাঁর ঈশ্বরত্ব– সে তো মানুষের বুদ্ধিগোচর হয়েই আছে: তাঁর সৃষ্ট সব–কিছুর মধ্যদিয়েই তা উপলব্ধি করা যায় *(রোমীয় ১:২০)*।" শাস্ত্রের শিক্ষার প্রতি অবিচল বিশ্বস্ত থেকে সাধু ফ্রান্সিস ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে, চিনতে সৃষ্টি ও প্রকৃতিকে উত্তম শিক্ষাদাতারূপে গ্রহণ করেছেন।

**সৃষ্টি পরমেশ্বরের গৌরবময় পরিচয় শিক্ষা দেয়**

ঈশ্বরের অনন্য সৃষ্টির প্রতি গভীর মমত্ববোধ লালন ও প্রকৃতির সাথে তীর্থযাত্রীসুলভ সহযাত্রায় অধিকতর অর্থপূর্ণভাবে ঈশ্বরের নিগূঢ় পরিচয় আবিষ্কারের অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব! ঈশ্বরের সৃষ্টিসমূহ স্রষ্টার পরিচয় আমাদের নিকট উন্মুক্ত করে। যেমন:

**ঈশ্বর শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা:** মহাবিশ্বের অতিজাগতিক সূচনা, সূর্য থেকে পৃথিবীর সঠিক দূরত্ব, বায়ুমণ্ডলের উপযুক্ত রাসায়নিক ধরণ, প্রাণীকূলের অনুকূল পরিবেশ, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথ, পৃথিবী থেকে চাঁদের নির্দিষ্ট দূরত্বের মাধ্যমে জোয়ার-ভাটা নিয়ন্ত্রণ, পানির রাসায়নিক গঠন ও প্রাণী দেহে এর উপস্থিতি, মানব মস্তিষ্কের অসাধারণ ও অনন্য সক্ষমতা, মানুষের দৃষ্টি শক্তির অনন্য সাধারণ ক্ষমতা, দিন-রাত-ঋতু প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মের অবিরাম সুনিপুন ছন্দ, মানব দেহের ডিএনএ'র গাণিতিক গঠন– সৃষ্টির এই সমস্ত রহস্যময় সৌন্দর্যের গভীরতর ধ্যান একজন সৃষ্টিকর্তার নিশ্চিত উপস্থিতি নির্দেশ করে। সৃষ্ট প্রকৃতি আমাদের প্রতিনিয়ত শেখায় জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। ঈশ্বর সমস্তই শূণ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিকে শাসন করেন, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে তার নিয়ন্ত্রণ আছে। যেগুলোকে আমরা অলৌকিক বিষয়রূপে অভিহিত করি। প্রকৃতি শেখায়, ঈশ্বর শুধু সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি সর্বশক্তিমানও।

**ঈশ্বর অনাদি, সৃষ্টির আগে থেকেই বিরাজমান:** সৃষ্ট প্রাণী নতুন প্রাণী সৃষ্টি করতে পারেনা, বস্তুর রূপান্তর ঘটাতে পারে মাত্র। কোটি কোটি বছর ধরে জগতে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে স্বয়ং সৃষ্টি হচ্ছে না। কোন কিছুই নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। যা কিছু সৃষ্ট, তার সমস্ত কিছুর বিনাশ আছে। আমরা জানি, পৃথিবী থেকে বহু প্রজাতির প্রাণী ও বৃক্ষ বিলুপ্ত হয়েছে, যা প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল। তথাপি, নতুন সৃষ্টি কর্ম থেকে নেই। রহস্যময় এই সৃষ্টিশীল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখায় ঈশ্বর অনাদি, সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব থেকে তিনি বিরাজমান।

**ঈশ্বর জীবন্ত:** ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি সজীব ও জীবন্ত। পৃথিবী অন্য গ্রহের চাইতে আলাদা, কারণ এখানে প্রাণ বিরাজমান। পৃথিবী সবুজ, কারণ এখানে জীবনের সজীবতা আছে। জীবন যিনি সৃষ্টি করেন, নিশ্চয়ই তিনি সন্দেহাতীতভাবেই জীবন্ত। জড়বস্তু জীবন সৃষ্টি করতে পারেনা। সমগ্র জীবন্ত সৃষ্টিকূল– মানুষ বা প্রাণী জীবন্ত ঈশ্বরকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

**ঈশ্বর স্বাধীন:** একটি সৃষ্টিকে অপর সৃষ্টির উপরে নির্ভর করতে হয়। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অন্য মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদের উপরে নির্ভরশীল। মানুষসহ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ পানি ও মাটির উপরে নির্ভরশীল। মাটি বৃষ্টির

উপরে, বৃষ্টি জলাধারের উপরে, ঋতু পরিবর্তন আবার আবহাওয়ার উপরে নির্ভরশীল। প্রকৃতি আমাদের শেখায়, এই নির্ভরশীলতা ও সংযুক্তির যিনি পরিকল্পনাকারী, সেই পরমেশ্বরকে কোন কিছুর উপরেই নির্ভর করতে হয়না, তিনি স্বাধীন। কারণ সমস্ত কিছু সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি বিরাজমান।

**ঈশ্বরের কাজ সর্বদা চলমান:** সৃষ্টির মধ্যদিয়ে ঈশ্বর কাজ করেন। জগৎ ও সৃষ্টির জন্য যা কিছু মঙ্গলময় তিনি অবিরাম তা করেই চলেছেন। প্রকৃতির সৃষ্টি, প্রাণের অস্তিত্ব চলমান রাখা, প্রাকৃতিক নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করা, এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে ঈশ্বরের নিরন্তর কর্মময় পরিচয় প্রকাশিত হয়।

**ঈশ্বর সুন্দর ও পবিত্র:** সৃষ্টি কতই না চমৎকার! ঈশ্বর অক্সিজেন উৎপাদনের কারখানা তৈরী করেননি, কিন্তু গাছকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলকে সাদা-কালো নয়, বরং অসংখ্য রঙে রাঙ্গিয়েছেন! সুন্দর মনের যে চিত্র শিল্পী, সে একটি সুন্দর ও মন ভালো করা ছবিই আঁকে। ঈশ্বর সুন্দর বলেই তার সৃষ্টিও সুন্দর। অনিন্দ সুন্দর প্রকৃতির সাহচর্য আমাদের পবিত্রতার পথে পরিচালিত করে। সৃষ্টি করতে করতে ঈশ্বর বলেছেন, "উত্তম হয়েছে"। মানুষ সৃষ্টি করে বলেছেন, "অতি উত্তম হয়েছে"! এই উত্তমতা ছিল পবিত্র, পাপময়তা সেখানে ছিল না। মানুষের পাপাচারে উত্তমতা ও পবিত্রতা বিনষ্ট হয়েছে। খ্রিস্ট মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধানে মণ্ডলীর পিতৃগণ যৌথভাবে সত্য ঘোষণা করে বলেছেন, জগতের মণ্ডলী তখনই স্বর্গীয় গৌরব লাভে সক্ষম হবে, যখন বিশ্বের সব কিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সময়ে মানুষ একা নয়, বরং মানুষের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বিশ্বজগৎ খ্রিস্টেতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

*সৃষ্টি পরমেশ্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়*

পবিত্র বাইবেল আমাদের দেখিয়েছে, পরমেশ্বরের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকৃতিতে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ও প্রকৃতি হতে শিক্ষা নিতে আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে।

**প্রকৃতি শিক্ষা দেয় পরমেশ্বর প্রজ্ঞাবান:** যোব যখন ঈশ্বরের পরীক্ষার মুখে বিচলিত হয়ে পড়ে, তাকে শান্ত করাতে ঈশ্বর যোবকে *সৃষ্টির দিকে* তাকাতে বলেন। তিনি দেখান যে, সৃষ্টি কর্মের মধ্যেই পরমেশ্বরের প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে *(দ্র: যোব ৩৮:১-৭)*।

**প্রকৃতি শিক্ষা দেয় পরমেশ্বর ধর্মময়:** সামসঙ্গীত লেখক লিখেছেন, "*আকাশমণ্ডল* নিয়ত ঘোষণা করে: তিনি ধর্মময়, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই যে মহাবিচারক! *(সাম ৫০:৬)*"

**প্রকৃতি শিক্ষা দেয় পরমেশ্বর অনুগ্রহ করেন:** যিশু শিক্ষা দিয়েছেন, ঈশ্বর সমানভাবে সকলেরই উপরে সৃষ্টি কর্মের অনুগ্রহ দান করেন। "সৎ-অসৎ সকলেরই জন্য তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর *সূর্যের আলো*, আর ধার্মিক-অধার্মিক সকলেরই ওপর তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর *বৃষ্টিধারা (মথি ৫:৪৫)*।"

**প্রকৃতি শিক্ষা দেয় পরমেশ্বর যত্নশীল:** পরমেশ্বরের যত্নশীলতা বিষয়ে বোঝার জন্যও যিশু প্রকৃতি থেকে শিখতে বলেছেন। তিনি বলেন– *পাখীরা* বীজ বোনেনা, ফসল কাটে না, তবু পিতা তাদের খাইয়ে থাকেন। *লিলি ফুলেরা* কাজ করে না, সুতাও কাটে না, তবু ঈশ্বর তাদের সৌন্দর্য দান করেছেন। তেমনি স্বর্গনিবাসী পিতাই আমাদের যত্ন নেবেন *(দ্র: মথি ৬:২৫-৩২)*।

**প্রকৃতি প্রকাশ করে পরমেশ্বরের অদৃশ্য গুণাবলী:** প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের প্রতি দায়বদ্ধ– পবিত্র আত্মার প্রেরণায় সাধু পল এই সত্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে গিয়ে *প্রকৃতির কথা* বলেছেন, যা ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণাবলী, চিরস্থায়ী সত্য ও তাঁর ঈশ্বরত্বকে প্রকাশিত করেছে *(দ্র: রোমীয় ১:১৮-২০)*।

*পরমেশ্বরের সৃষ্টি জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়*

প্রকৃতির সাথে কিছু সময় কাটাতে ছোট-বড় সবাই ভালবাসে। বাংলাদেশের প্রকৃতিকে পরমেশ্বর অনিন্দ্য সুন্দর স্নিগ্ধতায় সাজিয়েছেন। এখানকার মাটি, প্রাণী, উদ্ভিদ, নদী, পাহাড়, সাগর, এইসব কিছু আমাদের ভাবালু করে তোলে। আমরা কি কখনো ধ্যান করে দেখেছি যে, প্রকৃতি আমাদের জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত? ব্যক্তিগত অনুধ্যানে আমি নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করছি।

**সঠিক সময়:** "সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, ও আকাশের নিচে একটি নির্দিষ্ট সময় সব কিছুই ঘটবে *(উপদেশক ৩:১)*।" পবিত্র বাইবেলের এই জীবন বিষয়ক শিক্ষা, প্রকৃতিতে ধ্রুবভাবে প্রতিফলিত। প্রকৃতি আমাদের শেখায় সব কিছুর জন্যই একটি কাল, একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। জীবনে আমরা প্রায়ই অনেক কিছু দ্রুত আশা করি। প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট সময়ে দিন ও রাত হয়, ঋতু পরিবর্তনও হয় নির্দিষ্ট সময়ে। শীতের পরেই আসে বসন্ত, আবার গ্রীষ্ম ও বর্ষার পরেই শরৎ। যদি শীতের কামড় না আসে, বসন্তের লাবন্য কিভাবে উপভোগ করা সম্ভব? শীতের রিক্ততার পরে এই বসন্তেই প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার হয়, সৌন্দর্যে সাজে চারদিক। গ্রীষ্মের তাপদাহ আর প্রবল বর্ষণ পাড় না করে কিভাবেই বা শরতের নির্মল আকাশ আর কাশফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে? চব্বিশটি ঘন্টা শেষ হলেই নতুন দিন আসে। একটি ঋতু শেষ হলেই আসে আরেকটি ঋতু। তেমনি ভাল কিছু পেতে হলে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতি আমাদের সঠিক সময়ের জন্য ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করতে শেখায়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও সাফল্যের একটি সঠিক সময় আছে।

**নম্রতা:** "রেষারেষি বা অসার অহঙ্কারের বশে কোন-কিছুই ক'রোনা তোমরা; বরং নম্র হয়ে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল ব'লেই মনে ক'রো *(ফিলিপ্পীয় ২:৩)*।" প্রকৃতি আমাদের নম্রতা শেখায়। নম্রতার নীরব একটি শক্তি আছে। প্রতিদিন অন্য মানুষের সাথে নৈমিত্তিক জীবন-যাপনে নম্রতা খুবই আবশ্যক। সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে নম্রতা শক্তিশালীভাবে বিরাজমান। ঘাসের দিকে তাকাই- প্রতিদিন কত না পা ঘাসকে মাড়িয়ে চলে যায়, তবু ঘাসের কোন অভিযোগ নেই। বরং পায়ের চাপে পিষ্ট ঘাসের জায়গায় নতুন সবুজ ঘাস জেগে ওঠে। খালি পায়ে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া– সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি, মূলের সাথে, মাটির সাথে সংযুক্তির গভীর উপলব্ধি জাগায় তা। ঘাসের নম্রতা আমরা ধ্যান করতে পারি, জীবনে অনুশীলন করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যদি ঘাসের মত নম্রতা পরিস্ফূটিত হতো, তবে পৃথিবীটা কতই না চমৎকার হতো!

**আত্মদান:** "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্য আসেনি; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে *(মার্ক ১০:৪৫)*।" "বিনামূল্যে যা পেয়েছ, বিনামূল্যেই তা দিয়ে যাও! *(মথি ১০:৮)*" আমাদের জীবনে আত্মদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাছের নিচে যেই আশ্রয় নিক না কেন, গাছ তাদের ছায়া দেয়– হোক না সে একজন ভিখারী অথবা খেলতে আসা শিশু। আর সঠিক সময়ে যখন গাছে ফল আসে, গাছের শাখাগুলো নিচু হয়ে তার ফল সকলের জন্য দান করে। আত্মদানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গাছ। গাছ পশু-পাখি এবং কীট-পতঙ্গকেও আশ্রয় দেয়; মানুষকে দেয় ছায়া আর ফল। গৌতম বুদ্ধ বোধি বৃক্ষের নিচে বসেই নির্বান লাভ করেছিলেন। যখনই আমরা প্রকৃতির বুকে যাই, বুক ভরে শ্বাস নেই– আসুন আমরা গাছকে তার সব দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। নিজ জীবনে আত্মদান অনুশীলনে, অন্যের জন্য দান, সেবা এবং হাসি মাখা মুখ দিয়ে আমরা প্রকৃতির মত সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠতে পারি।

**সাধারণ সৌন্দর্য:** "এই আমি, এই যে সৃজন, কত না আশ্চর্য অপরূপ, সেই ভেবে করি আমি তোমারই বন্দনা *(সাম ১৩৯:১৪)*।" ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টি কথা বলে! আমাদের মন যদি উন্মুক্ত হয়, আমাদের চারপাশের প্রকৃতি কথা বলে ওঠে। আমরা যখন প্রকৃতির বুকে হেঁটে বেড়ানোর সুযোগ পাই, নিজেদের চিন্তা-

পরিকল্পনাকে পাশে সরিয়ে রেখে যদি শ্বাস-প্রশ্বাসে মনযোগ দেই, বুক ভরে গোলাপের সুবাস আস্বাদন করি, নীলাভ সবুজ সমুদ্রের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা উপলব্ধি করি, আমরা প্রকৃতির সাধারণ কিন্তু অনন্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করে পরমেশ্বরের বন্দনা গান গেয়ে উঠি।

**নবীকরণঃ** "তখন আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, নিতান্তই কৃপা করেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন। জলপ্রক্ষালনে তিনি আমাদের নবজন্ম দিলেন, পবিত্র আত্মার প্রভাবে আমাদের নবীন করে তুললেন *(তীত ৩:৫)*।" প্রকৃতি আমাদের সাক্ষ্য দেয় কিভাবে নবীকৃত হতে হয়, কিভাবে আমাদের সামর্থ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হয়। সমুদ্রের ঠাণ্ডা, লবণাক্ত পানিতে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে রাখুন– পেশীর ব্যথা উপশম হবে। সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিন, ভাবুন আকাশ ও পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের সুক্ষ্ম রঙের কারুকাজের কথা! প্রকৃতির সাথে সময় কাটিয়ে, প্রকৃতিতে ধ্যান করে আমরা ইতিবাচক শক্তি পাই– হৃদয় ও সামর্থ্যের নবীকরণ হয়।

**শেষ কথাঃ**

মায়ের মত সৃষ্টি ও প্রকৃতি তার অবারিত সৌন্দর্যে পরম যত্নে আমাদের লালন করছে। প্রকৃতির অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমাদের মধ্যে বহমান। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সৃষ্টি ও প্রকৃতি পরমেশ্বরের পরিচয় প্রকাশ করে, পরমেশ্বরের বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দেয়, গভীর জীবনবোধ সৃষ্টি করে! প্রকৃতি নীরব কিন্তু শক্তিশালী শিক্ষার পসরা আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছে। উন্মুক্ত শিক্ষার রস আস্বাদন আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ। হতে পারে আমরা এই দলে– "ওরা তো দেখেও দেখতে পায় না, শুনেও শুনতে পায় না আর বুঝতেও পারে না *(মথি ১৩:১৩)*।" অথবা, আমরা সৌভাগ্যবানদের দলে যারা "ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা দেখতে পায়; ধন্য তোমাদের কান, কারণ তা শুনতে পায় *(মথি ১৩:১৬)*।"

**সহায়ক সূত্রঃ**


1. Francis, Pope. Laudato Si', Encyclical Letter of the Holy Father Francis on Care for Our Common Home, 24 May 2015, Rome, Italy.
2. Driscoll, Mark. God the Father: What does creation teach us about God?
3. খ্রিস্ট মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, বড়দিন ১৯৯০।
4. Bailey, Mark L. What creation teaches us about God?
5. Williams, Hridayinee. What makes you happy? 29 May 2013.


# পবিত্র বাইবেলঃ ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য

**ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী**

বাইবেল! পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য/বাণী। "ঈশ্বরের বাণী/বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাক্য/বাণী দুধারী তলোয়ারের ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে (হিব্রু ৪:১২)।" পবিত্র বাইবেল আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ! বাণী হলো বিশ্বাসের উপহার, যা ঈশ্বর বিনামূল্যে ও স্বেচ্ছায় আমাদের ভালবেসে দিয়েছেন এবং পবিত্র আত্মার সহায়তায় যার ক্রমাগত উন্নয়ন ঘটে। "বিশ্বাস আসে বাণী শ্রবণের মধ্যদিয়ে *(রোমীয় ১০:১৭)*।" সাধু যেরোম বলেন; "শাস্ত্র সমন্ধে অজ্ঞতা মানে খ্রিস্ট সমন্ধে অজ্ঞতা।" "ভাববাণী কখনই মানুষের ইচ্ছামত আসে নাই, কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ভাববাদীরা ঈশ্বরের কথা বলেছেন *(২য় পিতর ১:২১)*।" এই বাক্য/বাণীর পূর্ণতা তখনই ঘটে যখন আমরা বাক্য/বাণী বিশ্বাস সহকারে পাঠ করে, অনুধ্যান করি এবং বিশ্বাসকে কর্মে পরিণত করি। ভাববাদী ইসাইয়া ভাববাণীতে প্রকাশ পায়; তাঁর (ঈশ্বর) বাক্য/বাণী শক্তিশালী/ক্ষমতাসম্পন্ন। "তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায় আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে, এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না।" *(ইসাইয়া ৫৫:১১)*।" পবিত্র শাস্ত্র হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য/বাণী, যা অমাদের বিশ্বাসের মূলমন্ত্র, মানবজাতি ও মুক্তির ইতিহাস। প্রাক্তন সন্ধি ও নব সন্ধি।

**পবিত্র বাইবেল কি?**

পবিত্র বাইবেল আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের শাস্ত্রবাণী। কেন ও কি কারণে এই পবিত্র পুস্তকখানি আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ তা সংক্ষেপে একটু দেখে নিই।

**পবিত্র ধর্মগ্রন্থঃ** সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, পবিত্র বাইবেল হলো খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কোন কোন সময় বা ইহুদীরা এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে শাস্ত্র বা 'কিতাবে হাকক্াদেশ' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের শাস্ত্রের নাম ছিল (TANAK) তানাক। পবিত্র শাস্ত্রকে ইংরেজীতে (Scriptures) বলা হয়। এই নামটি ল্যাটিন 'স্ক্রিপতুরা (Scriptura) শব্দেরই প্রতিরূপ। স্ক্রিপতুরা শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে 'যা লিখিত হয়েছে' বা 'লিখনী' বা পুস্তক।

**পুস্তকের সমষ্টি বা লাইব্রেরীঃ** পবিত্র বাইবেল কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'বিবলিয়া' (Biblia) থেকে। গ্রীক ভাষায় 'বিব্লস' (Biblos) বিবলিয়ন (Biblion) অর্থ হচ্ছে পুস্তক (Book) বা গুটানো পাণ্ডুলিপি (Scroll) 'বিবলিয়া বহুবচন নির্দেশক শব্দটির অর্থ হয় পুস্তকসমূহ বা গুটানো পাণ্ডুলিপি সমূহ (২য় মাকাবীয় ৮:২৩ পদ দানিয়েল ৯-২ পদে রয়েছে)। পবিত্র বাইবেলকে আমরা একটি লাইব্রেরীও বলতে পারি, কেননা একটি লাইব্রেরীতে অনেকগুলো পুস্তক থাকে। বাইবেলেও অনকেগুলো পুস্তক পাওয়া যায়।

**ঈশ্বরের জীবন্ত বাণী গ্রন্থঃ** পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের জীবন্ত বাণী গ্রন্থ। ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাণী তা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। প্রথম বাইবেল ঈশ্বর নিজে লিখেছেন। পরবর্তীতে ঈশ্বর কিছু কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে তাঁর আত্মা দ্বারা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করলেন যাতে তারা তাদের স্বাধীন চিন্তা, মেধাশক্তি ও কর্মদক্ষতা পূর্ণভাবে ব্যবহার করে ঈশ্বর যেটুকু লিখতে চেয়েছেন সেইটুকু লিখতে পারেন *(২য় ভাতিকান দলিল- ঐশ প্রত্যাদেশ-১১)*। ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভাষায় পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লিখিত হওয়ার ফলে *(২য় তিমথীয় ৩:১৬; ২য় পিতর ১:১৯-২১ পদ, ১ পিতরঃ ৩: ১৫-১৬ পদ, যোহনঃ ২০:৩১ পদ)* বাইবেলের গ্রন্থাবলী ও তাদের সকল অংশসমূহ পবিত্র ও প্রমানিত বলে গৃহীত হয়েছে। তাই বলা যায় বাইবেলের লেখক হলেন 'ঈশ্বর ও মানুষ'।

**ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সন্ধিঃ** পবিত্র বাইবেলকে বলা হয় সন্ধি বা নিয়ম। পবিত্র বাইবেল হলো ঐশ প্রত্যাদেশের প্রামানিক দলিল। ঈশ্বর যিনি মানুষ ও বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই মানব ইতিহাসে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশ তাঁর ভালবাসারই পূর্ণতার চিহ্ন বা প্রমান। বাইবেল গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিধান বা

আইনমালা ভালবাসায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বাইবেল ভালবাসার মানদণ্ডে স্থাপিত।

**মানবজাতি ও মুক্তির ইতিহাস:** বাইবেল মানব জাতি ও মুক্তির ইতিহাস। সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রতিশ্রুত দেশ, সেই স্বর্গরাজ্যের নিজের সাথে মানুষকে মিলিত করার উদ্দেশে ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তাই বর্ণনা করা হয়েছে পবিত্র বাইবেলে। আদি পুস্তক ১-৩:১৪ বিশ্বজগত ও মানব সৃষ্টি; মানুষের অবাধ্যতা ও তার পরিণতি। আদিপুস্তক ৩:১৫ থেকে শুরু করে শেষ পুস্তক প্রত্যাদেশ গ্রন্থ পর্যন্ত সমস্ত বাইবেলেই মানব মুক্তির বিভিন্ন ধাপ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী রয়েছে।

**মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমপত্র:** পবিত্র বাইবেল মানুষের প্রতি প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমপত্র। সাধু ক্রীসোস্তম বলেন; 'বাইবেল হলো তাঁর সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের পত্র বা চিঠি।' ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা। তিনি সেই ভালবাসায় ভালবেসেছেন সকল মানব সন্তান তথা বিশ্বকে। এই জগতে কিভাবে চলতে হবে: সেই প্রেমপত্র আমাদের হাতেই আছে।

**কে/কারা, কোথায় ও কখন পবিত্র বাইবেল লেখা হয়েছে:** দশআজ্ঞা ঈশ্বর নিজেই লিখেছেন ২য় বিবরণ ৪:১৩; ১০:৪; যাত্রা ৩৪:২৮; ২পিতর-১:২১ জানা-আজানা অনেক অনুপ্রাণিত লেখক বাইবেল লিখেছেন। লেখক/লেখিকা: মেষপালক/রাখাল, রাজা, জেলে, করগ্রাহক, গ্রাম্য কৃষক ও ডাক্তার। বাইবেল লেখনীর জায়গা সমূহ হল রোম, জেরুসালেম, ব্যাবিলন/ইরাক, পার্সিয়া/ইরান, গ্রীস, তুর্কি। এক হাজার (১০০০) বছরেরও বেশী সময় ধরে সেই খ্রিস্টপূর্ব নয়শত (৯০০) শতাব্দী থেকে একশত (১০০) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাইবেল লেখা হয়েছিল আরামায়িক, হিব্রু ও গ্রীক ভাষায়। পোপ ডামাসুসের শাসনামলে ৩৮২ খ্রিস্টাব্দে সাধু যেরোম পবিত্র বাইবেল ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ শুরু করেন যা সমাপ্ত হয় ৪০৫ খ্রিস্টাব্দে। এই অনুবাদিত বাইবেলকে বলা হয় ভুলগ্যাত (Vulgate)। পরবর্তীতে ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন থেকে প্রথম নতুন নিয়ম/নব সন্ধি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় ও এর পরে পুরাতন নিয়ম/প্রাচীন সন্ধিও অনুবাদ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পৃথিবীতে ৩৩২৪ টিরও বেশী ভাষায় পবিত্র বাইবেল অনুবাদিত হয়েছে।

**পবিত্র বাইবেলের ভাগ বিভাজন:** পবিত্র বাইবেলকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাচীন সন্ধি/পুরাতন নিয়ম ও নব সন্ধি/নতুন নিয়ম। পবিত্র বাইবেলকে আমরা 'ঢাল' (প্রাচীন সন্ধি/পুরাতন নিয়ম) ও 'তলোয়ার' (নব সন্ধি/নতুন নিয়ম) এর সাথে তুলনা করতে পারি। প্রাচীন সন্ধি/পুরাতন নিয়ম 'ঢাল' এবং নব সন্ধি/নতুন নিয়ম 'তলোয়ার' এ জগতের মন্দতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে- পিতা ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের ভালবাসার এই ঢাল ও তলোয়ার দিয়েছেন। আবার প্রতিটা নিয়মের/সন্ধির পুস্তক/গ্রন্থগুলোকে ৪ (চার) ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) বিধিবিধান গ্রন্থাবলী/পুস্তকসমূহ, ২) ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী/পুস্তকসমূহ, ৩) জ্ঞানধর্মী গ্রন্থাবলী/পুস্তকসমূহ ও ৪) প্রাবক্তিক গ্রন্থাবলী/পুস্তকসমূহ। পুরাতন সন্ধি/পুরাতন নিয়মে ৩৯+৭=৪৬টি পুস্তক ও নব সন্ধি/নতুন নিয়মে ২৭টি, মোট ৭৩টি পুস্তক পবিত্র বাইবেলে পাই।

বাইবেলের পুস্তক সমূহের সংখ্যার দিক থেকে কিছুটা তারতম্য রয়েছে কাথলিক বাইবেল (জুবিলী বাইবেল) অন্যান্য মণ্ডলীর বাইবেলের মধ্যে আর তা হল সাত (৭)টি পুস্তক কম ও বেশি। এই সাতখানা পুস্তক হল **তোবিত, জুদিথ, প্রজ্ঞা, বেনসিরাক, বারুক, ১ম মাকাবীয় ও ২য় মাকাবীয়**। এই সাত খানা পুস্তককে বলা হয় দ্বিতীয় প্রমাণ সিদ্ব পুস্তক (Deutronomic Books) বা এ্যাপোক্রাইফা (Apocrypha) গুপ্ত পুস্তক সমূহ। এ হিসাবে প্রটেষ্টান্ট মণ্ডলী সমূহ (ব্যাপ্টিষ্ট, লুথারান, মেথোডিষ্ট, চার্চ আব বাংলাদেশ/ইংল্যান্ড, সেভেন্থ ডে এডভেনটিষ্ট ইত্যাদি) তারা কাথলিকদের মত পুরাতন ও নতুন নিয়ম ঠিকই মানে তবে তারা ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, কাথলিক মণ্ডলীর দ্বিতীয় প্রমানসিদ্ব সাত পুস্তক গ্রহণ করে না।

**যিশুখ্রিস্টই সমস্ত ঐশবাণী প্রকাশের পূর্ণতা:** ঈশ্বর প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে বহুবার বহুরূপে কথা বলার পর "শেষ যুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তিনি কথা বললেন আপন পুত্রেরই মুখ দিয়ে *(হিব্রু ১:১-২)*।" তিনি পাঠালেন তাঁর পুত্রকে, সেই শাশ্বত বাণীকে যিনি সব মানুষকে আলো দান করেন যেন তিনি এসে মানুষের মধ্যে বাস করেন এবং ঈশ্বরের অভ্যন্তরীণ জীবন সম্বন্ধে তাদের বলেন। সুতরাং যিশুখ্রিস্ট, যিনি "মানুষের মধ্যে একজন মানুষ" হিসাবে প্রেরিত, তিনি "পরমেশ্বরের বাণীই সকলকে জানিয়ে দেন *(যোহন ৩:৩৪)*", আর পিতা যে তাঁকেই (যিশুখ্রিস্ট) ত্রাণকার্য করার দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন তা সম্পন্ন করেন (দ্রঃ যোহন ৫:৩৬; ১৭:৪) দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা, ঐশ প্রত্যাদেশ ৪/৮।

**উপসংহার:** পবিত্র বাইবেল আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। যার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বজগৎ ও জগতের সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানব ইতহাসে ও মানব জীবনে নিত্য প্রবাহমান। তাই প্রতিদিনকার জীবনে খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে জানা, পবিত্র বাক্য/বাণী পাঠ, ধ্যান ও বাক্য/বাণী অনুসারে জীবন যাপন করা ঈশ্বর সন্তান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। "আদিতে ছিলেন বাণী/বাক্য' বাক্য/বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাক্যই/বাণীই ঈশ্বর ছিলেন। বাক্য/বাণী মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করতে লাগলেন *(যোহন ১:১;১৪)*।"

**সহায়ক গ্রন্থাবলী**


১। সীমা, ফাদার ফান্সিস গমেজ ও পালমা, ফাদার বার্নাড (সম্পাদিত): *ঐশ প্রত্যাদেশ বিষয়ক সংবিধান*। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ, কাথ লিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

2. https://simple.wikipedia.org>wiki>Bible
3. https://biblesocity.org.nz>discover-the-bible> what is bible
4. https://Britannica.com>topic>Bible
5. https://www.christianitytoday.com>issues>issues-28
6. https://www.catholicculture.org>culture>library>wiew
7. https://en.wikipedia.org>wiki>Bible_translations_into
8. List of Bible translations by Language. https://en.m.wikipedia.org>wiki.

# প্রভুর আগমনের দিনটি আলোয় ও আনন্দে ভরে উঠবে

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

**আনন্দবার্তা:**

পৃথিবীতে যতগুলো সুসংবাদ আছে তার মধ্যে মানব পুত্র যিশুখ্রিস্টের আগমনবার্তা সবচেয়ে আনন্দময়। আর আনন্দময় এ কারণে যে তাঁর নাম রাখা হবে 'ইম্মানুয়েল' অর্থ 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর'। যিনি পাপরাশি হনন করবেন, পরিত্রাণ সাধন করবেন, সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন, শক্তিশালী ও শান্তিরাজ হিসেবে যার আগমন ঘটবে এমন সংবাদ কি আনন্দের নয়? স্বর্গীয়দূত রাখালদের ভয়-ভীতিতে না থেকে অধীর আগ্রহে মুক্তিদাতার আগমনকে স্বাগতম জানাতে বললেন, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভ সংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে; আজ দায়ূদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন- তিনি খ্রিস্ট প্রভু *(লূক ২: ১০-১১)*।

গীতিকারের কণ্ঠেও ধ্বনিত হল–
ধন্য বেথলেহেম, ধন্য জেরুশালেম, ধন্য
ইস্রায়েল সকল মানব জাতি, আজি সকলের
মুক্তি দিতে এলেন ত্রাতা জগৎত্রাতা।
তোমারে স্বাগতম-স্বাগতম মহীয়ান ॥

**আনন্দময় বিশ্বাসের সঙ্গে পিতার প্রেরিত খ্রিস্টরূপে বরণ:**

আনন্দের যতগুলো চিহ্ন আছে তার মধ্যে বড় আনন্দ হচ্ছে যিশুর জন্মানন্দ। যিশু জন্মগ্রহণ করলে পূর্বাকাশে নতুন তারা উদিত হলো, যে তারা তিন পণ্ডিতকে যিশুর জন্মস্থানের সন্ধান পেতে সাহায্য করে। পণ্ডিতগণ হৃদয়-মনের আনন্দে ভক্তিপূর্ণ উপহার নবজাত শিশু যিশুকে প্রদান ও তাঁকে খ্রিস্টরূপে বরণ করলেন। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল কুমারী মারীয়াকে অনুগৃহীতা ও আনন্দিতা হও বলে তাঁকে উৎসাহিত এবং অভিনন্দিত করলেন। যিশুর জন্ম সংবাদ আনন্দেরই বিষয়। নম্রচিত্ত রাখালদেরও দূত এমনটি বলেছিলেন- এ আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে। মঙ্গলসমাচার লেখক যোহন উল্লেখ করেছেন– পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থির থাক। এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থির থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয় *(যোহন ১৫: ১১)*।

ইসাইয়া ভাববাদী বলেন, তিনিই জাতি-বিজাতির উপরে কর্তৃত্ব করতে উঠে দাঁড়াবেন; তাঁর উপরেই বিজাতীয়রা প্রত্যাশা রাখবে। প্রত্যাশা দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস যাত্রায় সমস্ত আনন্দ শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম শুনে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও *(রোমীয় ১৫:১২-১৩)*। ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলের ধর্মপত্রে 'আনন্দ' শব্দটি মোট পনের বার উল্লেখ আছে। পূর্বে উল্লেখ করেছি আনন্দের ধরন ও ভিন্নতা। তবে খ্রিস্টযিশুর সেই আগমনের মহাদিনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের। প্রতিদিনকার জীবনে ধ্যান-প্রার্থনায় যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা সম্ভব সাধু পল নিজেই কথাটি বারংবার ধর্মপত্রগুলোতে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ গানের মাধ্যমে ভক্তিমার্গে প্রভুর আনন্দময় আগমনের বিষয়টি যে দৃষ্টি নিয়ে উপস্থাপন করেছেন তা-ও প্রণিধানযোগ্য–

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর তুমি তাই
এসেছ নীচে-
আমার নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত
যে মিছে ॥
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায়
চলছে রসের খেলা
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে তোমার ইচ্ছা
তরঙ্গিছে ॥
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তবু আমার
হৃদয় লাগি,
ফিরছ কত মনোহর বেশে, প্রভু, নিত্য আছ
জাগি ॥
তাইতো প্রভু, যেথায় এল নেমে তোমারি প্রেম
ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সন্মিলনে সেথায় পূর্ণ
প্রকাশিছে ॥

**আলোয় মিলন বন্ধন:**

সাধু লুক যিশুর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সকলের অন্তরে আলো ও শান্তির বীজ বপন করতেই তিনি এ ধরাধামে প্রেরিত হয়েছেন। অন্ধকারে আলো জ্বালাতে তাঁর আগমন। আমাদের পরমেশ্বরের স্নেহময় দয়ায়, যে দয়ায় উদীয়মান জ্যোতি উর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন তাদেরই আলো দিতে, যারা পড়ে আছে অন্ধকারে মৃত্যুর ছায়ায়, আমাদের চরণ চালিত করতে মহা শান্তির পথে *(লূক ১: ১৭-৭৮)*। ঐশবাণী জীবন আলোর পথ। এ পথের আলোর সাক্ষী দিতে তিনি জগতে আবির্ভূত হবেন। তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে। তিনিতো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন। বাণীই ছিলেন সেই সত্যিকার আলো, যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে *(লুক ১:৭-৯)*।

যিশু আলোকবর্তিকা স্বরূপ জগতে এসেছেন যেন আমরা আলোকের পথ দিয়েই চলি, তাহলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে এক মিলন-বন্ধনে মিলিত হতে পারব এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসী যারা, তারা ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন; পরস্পরের সঙ্গেও তেমনি ঐশ জীবন-বন্ধনে এক হয়ে ওঠার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর আনন্দের সহযোগী হই। আবার ভক্তে ভক্তে পারস্পরিক যে মিলন, তা ভক্তে-ঈশ্বরে মিলনেরই শামিল *(১ যোহন ৫:৭)*। যিশু নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, "আমি জগতের আলো। যে আমার অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে চলে না, সে তো জীবনেরই আলো লাভ করে *(যোহন ৮:১২)*।"

যিশু মানব জাতির পরিত্রাণ কার্য ত্বরান্বিত করতে জগতে প্রেরিত। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের ব্যক্ত করে বলেছেন, "যতক্ষণ আমি এই জগতে আছি ততক্ষণ জগতের আলো হয়েই আছি *(যোহন ৯:৫)*।" আবার যিশু বলেছেন, "আমি জগতের আলো হয়েই থাকতে এসেছি, যাতে আমার প্রতি বিশ্বাসী কোনো মানুষকেই আর অন্ধকারে থাকতে না হয়। ... কারণ, আমি তো জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগৎকে পরিত্রাণ করতে *(যোহন ১২:৪৬)*।" প্রভু যিশুর আগমনে আমরা আলোর রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছি বটে কিন্তু সাধু পলের ভাষায় পুরাতন জীবনের অবসান ঘটিয়ে সতর্কতার সাথে নতুন জীবন-যাপনের বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পলের নির্দেশনা: তোমরা কীভাবে জীবন কাটাচ্ছ, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ। জ্ঞানীর মতোই চল, মূর্খের মতো নয়! বর্তমান সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার কর, ... তাই নির্বোধ হয়ো না, বরং প্রভু কী চান, তা বুঝতে চেষ্টা কর। আর সব সময় সব কিছুর জন্যে পিতা ঈশ্বরকে তোমরা ধন্যবাদ জানাও; আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নাম স্মরণ করেই ধন্যবাদ জানাও *(এফেসীয় ৫: ৮-১৪)*।

আলোর শিশু নামে যিনি আসছেন, গানের গীতিকার তুলে ধরেছেন মিলন মেলার সুরধ্বনি:

আলোর দেশের শিশু এলো আঁধার গেল দূরে

ঐ শোনগো অবয় গীতি সুনীল গগণজুড়ে ॥
সেই গানে আজ প্রাণের মাঝে
ইবীন আশার বীনা বাজে ॥ *(গীতাবলী ৬৭৬)*
আলোর শিশুর চরণ শুনতে কি পাও
সে যে আসে, সে যে আসে।
আঁধার ভুবন উজ্বল হলো নয়ন মেলে চাও।
সে যে আসে, সে যে আসে ॥
*(গীতাবলী ৬১৪)*
আজি খ্রিস্টের জন্মতিথি উৎসব কর সবে
আনন্দচিত্তে,
গীত সঙ্গীতে খ্রিস্টের জন্ম তিথি ॥
*(গীতাবলী ৬০৯)*

**শান্তিপূর্ণ সেই প্রত্যাশিত দিনটি:**

দীক্ষাদাতা যোহনের প্রভুর আগমনের প্রস্তুতি মূলক ঘোষণা ছিল অনুরূপ: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর রাস্তা সমতল কর। 'মন পরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে *(মথি ৩:২)*।" পাপীর মনপরিবর্তনে ও ধার্মিকের সৎ জীবন যাপনে প্রভু যিশুর পুনরাগমনের কাল ত্বরান্বিত হবে এমন ইঙ্গিত সাধু পিতরও করেছেন। আমরা তো এখন প্রভুর প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে এমন এক নতুন নভোমণ্ডল, এমন এক নতুন পৃথিবীর প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেখানে নিত্যই অধিষ্ঠিত থাকে ধর্মিষ্ঠতা। প্রীতিভাজনেরা, তোমরা যখন ওইসব কিছুর প্রতীক্ষায় রয়েছো, তখন আপ্রাণ চেষ্টা কর, তোমরা যেন সেই দিনটিতে নিষ্কলঙ্ক অনিন্দনীয় অন্তরে শান্তিতেই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পার। তাছাড়া আমাদের প্রভুর সেই অসীম সহিষ্ণুতাকে তোমরা তোমাদের পরিত্রাণের সুযোগ বলেই মনে কর *(২ পিতর ৩:১৩-১৪)*।

শিশু যিশুর আগমনে শান্তিপ্রিয় মানুষের অন্তরে জেগে উঠে আনন্দ ও শান্তিতে সহাবস্থান করার তিব্র বাসনা ও আকাঙ্খা। এ শান্তি গৌরবের সাথে ঈশ্বরের প্রশংসায় স্বর্গের দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করেছেন–

উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,
ইহকালোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের
জন্য শান্তি।

যিশুর মনোনীত পরবর্তী প্রেরিত শিষ্যগণও
জেরুসালেমে প্রবেশকালে মনের আনন্দে
জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলেছেন –
'যিনি প্রভুর নামে আসছেন
যিনি রাজা, তিনি ধন্য;
স্বর্গলোকে শান্তি। উর্ধ্বলোকে গৌরব।'
*(লুক ১৯:৩৮)*

সাধু পল সকলের প্রতি আশিষ বাণীতে বলেছেন, "প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস যাত্রায় সমস্ত আনন্দ-শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রমগুণে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও *(রোমীয় ১৫:১৩)*। তিনি লিখেছেন– তিনি এসে দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির এবং নিকটবর্তীদের কাছে শান্তির শুভ সংবাদ জানিয়েছেন *(এফেসীয় ২: ১৭)*।

প্রভু যিশুখ্রিস্টের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে– 'শান্তি' আর শান্তি হলো জীবন পূর্ণতা। আর এই অর্থে যিশু হলেন ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তির বন্ধন এবং সুসমাচার হলো শান্তির বাণী। বাইবেলীয় এসব ব্যাখ্যায় শান্তির সেই দিনটি হচ্ছে প্রভু যিশুখ্রিস্টের শান্তির বাহক হিসেবে পৃথিবীতে আগমন। যিশুর জন্মলগ্ন এবং পুনরায় পুনঃজন্মেরর বিষয় একই সূত্রে গাঁথা। যিশু জগৎ থেকে চলে যাওয়ার সময়ও বলেছেন, "তোমাদের জন্যে আমি শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি; অবশ্য এ সংসার যে ভাবে শান্তি দেয়, সেইভাবে আমি তোমাদের তা দিচ্ছি না *(যোহন ১৪:২৭)*।

যিশাইয়া ভাববাদী যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৭৪০ বছর পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন এক শান্তিরাজের আগমনের কথা। তাঁর কাঁধের উপর রয়েছে আধিপত্য ভার। তাঁর নাম রাখা হলো– 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ *(যিশাইয়া ৯:৫-৬)*।" সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য এখন থেকে চিরকাল ধরে।

যিশুর আগমনে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সাহস:

প্রভুর দেখা পাওয়া কার পক্ষে সম্ভব- এমন প্রশ্ন জাগলে উত্তরে কী বলতে পারি? ভাববাদী মালাখি এর সঠিক দিক নির্দেশনামূলক বিষয় উল্লেখ করেছেন: প্রভুকে তোমরা অনুসরণ কর, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন। সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্খা করছ, দেখ! তিনি আসছেন ...। কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে *(মালাখি ৩:১-২)*? হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে: তোমাদের নিষ্ঠাবান থাকার প্রয়োজন আছে, যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে তোমরা তাঁর প্রতিশ্রুত সেই মহাদিনটি লাভ করতে পার। শাস্ত্রে তো বলা হয়েছে: "আর মাত্র কিছুক্ষণ, অতি অল্পক্ষণ, তারপর যার আসবার কথা আছে, আসবেন তিনি; দেরি না করেই আসবেন তিনি। সেদিন ধার্মিক তার বিশ্বাসের গুণেই জীবন পাবে; তবে যদি পিছিয়ে যায়, তবে তার প্রতি কিছুতেই প্রীত হব না আমি *(হিব্রু ১০:৩৬-৩৮)*।" নবী হাবাকুকও যথার্থ বলেছেন- দেরি করলেও তুমি তার প্রতিক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক, তত দেরি করবেন না *(হাবাকুক ২: ৩-৪)*। দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে, কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততার গুণেই বাঁচবে। যুদের পত্রে উল্লেখ আছে, প্রিয়জনেরা, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের প্রেরিত দূতেরা যে সকল কথা আগে থেকে বলেছিলেন, তোমরা তা মনে রেখ ...। তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে নিজেদের গেঁথে তোল, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের ভালবাসায় নিজেদের রক্ষা কর, এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্যে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের দয়ায় প্রতীক্ষা কর *(যুদা ১৭:২০-২১)*।

২ করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের ধর্মপত্রে বর্ণিত আছে– ভাই আনন্দ কর, পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎ সাহস জোগাও, এক মন হও, শান্তিতে থাক, তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন *(২ করি ১৩:১১)*।

**আশিষ ও সমাপ্তিসূচক কথা:**

হ্যাঁ। খুবই ছোট শব্দের মাধ্যমে বা স্বীকৃতিতে জগতে প্রেরিত হল মানব মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট। মারীয়া আশিষ ধন্যা হয়েছেন সমগ্র মানব জাতির কাছে। শুধু মাত্র নারীকুলে ধন্যা নয়; তিনি সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে আছেন। দূত সংবাদে মারীয়া বিচলিত হলেও দূত অভয় দিয়ে বলেছেন- 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেয়েছে। দূত তাকে আরো বললেন: 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' মানবকুলে এমন অভিবাদন লাভ করা ঈশ্বরের পরিকল্পনাই সম্ভব হয়েছে। দূত সংবাদটিও পরিত্রাণ সাধন কল্পে ঘোষিত। 'প্রভুর দাসী' শব্দ উচ্চারণ করে মারীয়া বিশ্বাস ও আনন্দের গৌরবই প্রকাশ করেছেন। দীক্ষাগুরু যোহনের পিতা জাখারিয়া পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন যার অংশ বিশেষ: আমাদের পরমেশ্বর স্নেহময় দয়া, যে দয়ায় উদীয়মান জ্যোতি উর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন তাদেরই আলো দিতে, যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু ছায়ায়, আমাদের চরণ চালিত করতে শান্তির পথে। *(লুক ১:৭৮-৭৯)* এদিকে শিশুটি সম্বন্ধে আশিষ বাণী উচ্চারিত হলে ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ সিমিয়োন শিশুটিকে ও পিতা মাতাকে আশীর্বাদ করলেন। আসন্ন প্রভু যিশুর জন্মতিথিতে সকল বিশ্বাসীবর্গকে জানাচ্ছি প্রীতি পূর্ণ আন্তরিক শুভেচ্ছা॥

# ‘বড়দিনের প্রস্তুতি’

## চন্দন পিটার মণ্ডল

**ভূমিকা:** শীতের হাওয়া আমাদের জন্য একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে আসে। আর তা হলো মুক্তিদাতার জন্ম বারতা। সকল অপ্রতিকূলতার মাঝেও এ বার্তা আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর দেহ ধারণ করে মানব রূপে এ ধরণীতে পরে আগমন করেন। আর মুক্তিদাতার এ জন্মতিথিকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। যদি প্রস্তুতির কথা বলতে হয় তাহলে আমরা দুই ধরনের প্রস্তুতির কথা বলতে পারি।

১. বাহ্যিক প্রস্তুতি ও

২. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

**১. বাহ্যিক প্রস্তুতি:** ব্যবহার্য সকল দ্রব্যাদি থেকে শুরু করে বাড়ির আঙিনা পর্যন্ত আমরা পরিষ্কার করি। নতুন জামাকাপড় কিনতে হয় নিজেদেরকে নতুনভাবে সাজাতে। বাড়িতে আলোর স্বল্পতা না থাকলেও আরো কিছু বেশি আলো যোগ করি যেন বাড়ির আঙিনা আরো বেশি আলোকময় হয়ে ওঠে। তাই মুক্তিদাতার এ জন্মতিথিতে এ প্রস্তুতি আমাদের জন্য অপরিহার্য। একটি বছর পেছনে ফেলে আসা, অনেক সুখ দুঃখ বিজড়িত দিনগুলোকে অচিরেই পেছনে ফেলে এ শুভক্ষণ আমাদেরকে নতুন পথের দিশা হয়ে দেখা দেয়।

**২. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি:** আগমনকালীন রবিবাসরীয় উপাসনা, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা, নভেনা প্রার্থনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে থাকি, মহারাজের জন্মতিথিকে আরো ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পালন করার জন্য। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির আরেকটি বিশেষ দিক হল মুক্তিদাতার জন্ম যেন আমাদের হৃদয়ে হয়। বাহ্যিকভাবে আমরা যে গোশালা তৈরি করি বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে, ঠিক সেইভাবে আমাদের হৃদয়ে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে গোসালায় রূপ দিতে হয়, যেন মুক্তিদাতা আমাদের হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

“মরুপ্রান্তরে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে চলেছে: তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখ, সোজা সরল করে তোল তাঁর আসার পথ *(মথি ৩:১-৩)*।” এখন প্রশ্ন হলো আমরা কিভাবে প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখতে পারি? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো তার আসার পথ কিভাবে সোজা সরল করে তুলতে পারে? মঙ্গল সমাচার খুব সহজ সরলভাবে আমাদের সামনে সাবলীল ভাষায় এ দুটি প্রশ্ন উপস্থাপন করে বড়দিনকে সামনে রেখে।

**প্রস্তুত করে রাখা:**

রাজাধিরাজ এর জন্মতিথিতে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি? খুব ছোট ছোট বিষয়গুলো আমরা যদি গুরুত্ব দিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পারি, নিজেদের জীবন আচরণের মধ্যদিয়ে পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা এগুলোর ভিতরেই আমরা এমন কিছু করে থাকি যেগুলো অযাচিত, যেগুলো সমাজ প্রত্যাশা করে না, যেগুলো পরিবার প্রত্যাশা করেনা, যেগুলো রাষ্ট্র প্রত্যাশা করেনা, এগুলোকে আমরা যদি আমাদের জীবন থেকে বিয়োজন করতে পারি তাহলে মুক্তিদাতার আগমন উপলক্ষে আমাদের প্রস্তুতি সফল ও সার্থক করে তুলতে পারি।

**সোজা-সরল করে তোলা:** নিজেদেরকে নত, নম্র হতে প্রভু আমাদেরকে শিখিয়েছেন। নিজে গুরু হয়ে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে নম্রতার জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন। প্রভু আমাদেরকে শিখান নম্র হও তোমাদেরকে উন্নত করা হবে।

আসুন কৃতজ্ঞতা ভরা অন্তর নিয়ে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন আমাদের জন্য প্রভুর এক অনন্য উপহার, তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। নিজেদেরকে প্রস্তুত করি যেন তার আগমন আমাদেরকে নতুনভাবে জাগরিত করে, তার জন্ম আমাদের হৃদয়ে হয়। বিগত দিনগুলিতে ঘটে যাওয়া নানান বিষয়ে আমরা সকলে অবগত আছি করোনা পরিস্থিতি পারিবারিক কলহ রাজনৈতিক আন্দোলনসহ নানাভাবে সকল অপ্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, তার ভালোবাসার আশ্রয়ে রেখেছেন। প্রভুর জীবনাদর্শের প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের জীবনকে সহজ-সরল করতে আমাদের জীবনের রাস্তা কে সোজা-সরল করতে সাহায্য করে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন আমাদেরকে যেন প্রভুর দিকে দৃষ্টি রাখতে সাহায্য করে। আমরা যেন ঝড়ের দিকে দৃষ্টি না রাখি, আমরা যেন প্রভুর দিকে দৃষ্টি রাখি। তাহলে ধরণীর এ ধরা তলে আমরা প্রভুর ভালোবাসায় জীবনকে আরো সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারব॥

# ইচ্ছাপূরণ

## মালা রিবেরু (পামার)

**কা**জের প্রয়োজনে আধুনিক জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিত্যনতুন আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেন্জার ও ই-মেইলের সাথে আমরা পরিচিত। সারাদিন কাজ শেষ করে ফেইসবুকে ভ্রমণ ও নতুন কিছু দিতে আমার খুবই ভালো লাগে। আজও কাজ শেষ করে আমার প্রিয় বান্ধবী শোভার মেয়ের নাচের ভিডিওটা দেখে মনটা খুব ভালো লাগলো পাশাপাশি শোভার জন্য বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। আমার আর শোভার বয়সের ব্যবধান ৫/৭ বৎসরের হবে, কিন্তু মনের কোন বব্যধান ছিলোনা। একসাথে স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলা, গোপন সংবাদ বহনে আমরা ছিলাম একে অন্যের। আমরা পড়াশুনা ও যে কোন কাজে সর্বদা প্রস্তুত ছিলাম। শোভা গৃহস্থালি করতে খুবই ভালোবাসতো। পড়াশুনার প্রতি ততটা ভালোবাসা না থাকলেও শোভা গান খুবই পছন্দ করতো।

আমি আমার গ্রামের পড়াশুনার পাঠচুকিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে শহরের চলে আসলাম। শোভা বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘরে চলে গেলো। বাবা-মা, ভাইবোনদের অতি আদরের শোভা খুবই তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলো জীবনের বাস্তবতা। কথায় আছে “ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিওনা”। বিয়ের পরে শোভার যে অবস্থা, ভাবার আর সময় নাই, যা হবার তাই হয়ে গেছে। শোভার সাথে দেখা হলে আমার খুবই খারাপ লাগে। কান্না করে আর বলে, তুমি আমার খুব ভালো বান্ধবী, তোমার কথা শুনলে আমার এত কষ্ট হতোনা, আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। সুখ-দুঃখে জীবনে মাঝ পথে খবর পেলাম, শোভার জীবনে নতুন অতিথি দীপার আগমন, খবরটা শুনে মনটা খুব ভালো লাগলো, যা হোক মেয়ে নিয়ে শোভা ভালো দিন কাটাবে।

গ্রামে গেলে প্রায়ই শোভার সাথে দেখা হয়। সে দুঃখ করে বলে, আমিতো তোমাদের কথা শুনিনি, ঠিকমতো পড়াশোনা করিনি, এখন নিজের জীবন দিয়ে বুঝি। আমি আমার জীবনে যা করতে পারিনি, আমি চাই আমার মেয়ে তার জীবনে যেন বাস্তবায়ন করে।

আজ আমার খুব ভালো লাগছে শোভা যা কিছু পারেনি, মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছা, স্বপ্নগুলো মেয়েকে দিয়ে পূরণ করতে পারছে॥

# ভালবাসার সিক্ততা

**বেঞ্জামিন সুবুলী গোমেজ**

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে শান্তনুর। যদিও আর একটু ঘুমোতে চেয়েছিল সে, এ রকম একটা মেঘলা সকালে। শরীরটা বড় ক্লান্ত লাগছে। কয়েকদিন যাবৎ যে অবস্থা যাচ্ছে! নতুন একটা চাকুরী হয়েছে। আগের চাকুরীতে যদিও শান্তনুর মানুষিক পরিতৃপ্ততা কম ছিল, তথাপি কিছুদিনের জন্য তাকে সেটা করতে হয়েছে। পাশ করার পর তাৎক্ষণিকভাবে পেশাগত কাজটা সে পায়নি। তবে হ্যাঁ এবার হয়তো চুটিয়ে মনের মত কাজ করতে পারবে, যেমনটা সে চেয়েছিল। নতুন কাজের হিউম্যান রিসোর্স থেকে ফোন করেছে, ইউনিভার্সিটি ফাইনাল পরীক্ষার সার্টিফিকেটের একটা কপি জমা দেওয়ার জন্য, যেটা দেওয়ার কথা ছিল গতকাল। সবই জমা হয়েছে, শুধু একটা সার্টিফিকেট এখনও জমা দেওয়া হয়নি। রেজিস্টার অফিস থেকে আজ তোলার কথা। যাহোক, ধিরেসুস্থে করা যাবে। কয়েক দিন নীলার খবরটা নেওয়া হয়নি। কেমন আছে! নীলার সাথে শান্তনুর বিয়ের কথা চলছে, সম্ভবত মাস দুই পরেই বিয়ে। দু'জনেই চিন্তা-ভাবনা করছে, বিয়েতে কিভাবে কি করবে। বড্ড একটা ঝামেলার ব্যাপার। ওরা চাচ্ছে ওদের মত করে বিয়ে করতে। বাবা-মাকে সাথে নিয়েই সব কিছু চিন্তাভাবনা, কি রকম পোশাকের অর্ডার দিবে, কতজন নিমন্ত্রিত অতিথি থাকবে, কেমন হলে ভাল হয় ইত্যাদি। ভাবনা থেকে ফিরে মায়ের ডাকে, অন্য ঘর থেকে মায়ের গলার আওয়াজ,

- বাবা শান্তনু আয়, ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেওয়া হয়েছে।

- আসি মা। বলে, শান্তনু টাওয়াল নিয়ে ওয়াশরুমে চলে যায়।

শান্তনুর আর নীলার পরিচয় অনেক আগে থেকে, ওরা দুজনেই স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ে। শান্তনু থাকতো নীলাদের পাশেই। ছাদে বেশ কয়েকবার দেখা হয়। শান্তনু খেয়াল করেছে ছাদের উপর দেয়ালের আড়াল থেকে নীলা ওর দিকে চেয়ে থাকতো। নীলাকে দেখে শান্তনুরও ভাল লাগতো। কেমন যেন একটা মায়া মায়া চেহারার মুখ, যেখানে ছড়িয়ে আছে ভালবাসার ছাপ। তারপর ছাদেই দুজনার টুক-টাক কথা হয়েছে। স্কুলের ছুটির পর নিজেদের মধ্যে কথাও হয়েছে কয়েকবার। শান্তনু আস্তে আস্তে বুঝতে পারে ব্যাপারটা কোন দিকে যাচ্ছে। একদিন ছুটির পর নীলাকে নিয়ে আসে এক কফি কর্ণারে। অনেক কথার পর শান্তনু নীলাকে বলে,

- সত্যি কি তুমি আমাকে ভালবাস?

শান্তনুর প্রশ্নের উত্তরে নীলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তারপরও সাহস করে শুধু মাথা নাড়ায়।

- দেখ, আমাদের এখন যে বয়স বা যে পরিবেশ, এটা কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যেহেতু আমিই আমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান, তাই মা-বাবার অনুমতি ছাড়া আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। হ্যাঁ, তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালবাস তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। যখন আমরা দু'জনেই পড়াশুনা শেষ করে নিজেদের মত করে দাঁড়াতে পারবো। তুমি কি পারবে আমার জন্য অপেক্ষা করতে?

শান্তনু সরাসরি প্রশ্নটা করে নীলাকে।

নীলা উত্তরে শান্তনুর একটা হাত জোরে চেপে ধরে। অনেক সাহসের উপর ভর করে বলে, হ্যাঁ পারবো।

আরও একটা শর্ত আছে। শান্তনু বলে, এ কথা কাউকেই বলা যাবে না। যদি কেউ আমাদের কথা জেনেও যায়, যাক কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আর হ্যাঁ, আমরা স্বাভাবিকভাবেই কথা বলবো, দেখা করবো, যেখানে কোন লুকোচুরি থাকবে না। কখনো যদি মনে হয়, আমাকে ভাল লাগছে না তাহলে আমাকে বলবে আমি সরে যাব; আমার কোন কষ্ট হবে না।

একদমে কথাগুলো বলে শান্তনু একটু থামে। তুমি আমাকে যতদিন অপেক্ষা করতে বলবে ততদিন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা কববো। তোমার কথার কোন অমর্যাদা আমি করবো না, এ বিশ্বাস আর ভরসা তুমি করতে পার।

বলে নীলা শান্তনুর হাতটা আরও জোরে চেপে ধরে ওর গালের কাছে নেয়।

এ শর্তকে সামনে রেখে দু'জনেই অনেকটা পথ চলে এসেছে। নীলা এমবিবিএস করে চাইল্ড স্পেশালিষ্টের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বিদেশ থেকে একটা ডিগ্রী নেওয়ারও ইচ্ছা আছে। শান্তনু নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে মাষ্টাস্ করে এই সবে অ্যাটোমিক এ্যানারজিতে চাকুরী পেয়েছে।

সেল ফোনটা নিয়ে শান্তনু কল দেয় নীলাকে। নীলা তখন ব্যস্ত ছিল একজন রোগিকে নিয়ে। নাইট ডিউটি করছিল নীলা। ডিউটি প্রায় শেষ, শুধু হ্যাণ্ডওভার করাটা বাকী। শেষ হয়েও শেষ হয়না! বিভিন্ন রোগিদের নানা রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাছাড়া রোগীদেরও ডাক্তার দেখলে নানাধরনের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়। নীলাও ধৈর্যচ্যুত না হয়ে রোগিদের সব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। এটা মনে হয় রোগিদের একটা মানসিক কারণ তাদের রোগসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার।

যে কারণে নীলা শান্তনু কলটা রিসিভ করতে পারেনি।

শান্তনু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দ্বিতীয় বার হয়তো ডিস্টাভ করতে চায়নি। তারপরও মনটা কেমন যেন একটু খস্ খস্ করতে থাকে।

শান্তনু ভাবে একটু কথা বলতে পারলে হয়তো ভাল লাগতো। তবুও কি আর করা!

নীলা আর শান্তনুর ভাললাগা ভালবাসার মাঝে কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। ওরা এসময়ে একে অপরের কাছে তুলে ধরেছে, পরস্পর পরস্পরকে চিনেছে, জেনেছে এবং নিজেদের ভালবাসাকে গভীর থেকে গভীরতম ভাবে রূপ দিয়েছে। একে অপরকে যথেষ্ট সময় দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গাতে ওরা বেড়াতে গিয়েছে অনেকবার। নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে তুলেছে, তাইতো এতগুলো বছর পার হওয়ার পরও ওদের ভালবাসার ফাটল ধরেনি। উভয় পক্ষের বাবা-মা জানতে পেরেও কই কোন আপত্তি করেনি। এটা নীলা এবং শান্তনুর জন্য একটা ভাল দিক ছিল, কারণ ওরাও চেয়েছিল যাকিছু হয় তা যেন বাবা-মার সম্মতিক্রমেই হয়।

নতুন চাকুরীতে বেশ কিছুদিন কেটে যায় শান্তনুর। খুবই ব্যস্ত হয়ে পরে তার কাজে। কোনভাবেই সে সময় দিতে পারছিল না নীলাকে। নীলা ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল, তাই সেও তেমন কোন অভিযোগ করিনি। শান্তনু মনে মনে ভাবে হয়তো আসছে উইকেন্ডে আগের সন্ধ্যাটা কাটাবে নীলার সাথে। নীলার সাথে যোগাযোগ করে শান্তনু তাকে দু'দিনের ছুটি নেওয়ার কথা বলে, কারণ উইকেন্ডে নীলাকে আবার কাজ করতে হয়। নীলা শান্তনুর কথা অনুসারে উইকেন্ডের আগের সন্ধ্যা এবং পরের দিন ফ্রি রাখে, যাতে করে ওরা দুজনে ওদের মত করে সময় কাটাতে পারে।

পরের দিন সকাল থেকেই শান্তনুর মনটা বেশ আনন্দিত। বেশ কিছুদিন পর নীলার সাথে দেখা হবে। অফিসে যাবার সময় মাকে বলে যায় শান্তনু, আজকে তার বাসায় ফিরতে একটু দেরী হবে, কাজেই মা যেন চিন্তা না করে। মা জানে শান্তনু আর নীলার ভালবাসার কথা। মা হাসিমুখে ছেলেকে বিদায় দেয়, গেটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে। ছেলে ছাড়া মা কিছুই বুঝে না। স্বামী অফিসে যাওয়ার পর সবিতা দেবীর আর কিছু করার থাকে না, তাই তো স্বামী আর ছেলে কি কি খেতে পছন্দ করে তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরে। কাজের মেয়েটাকে

ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। দম নেওয়ার সময় নেই। রান্নার কাজ শেষ করে আবার একটু বাইরে যেতে হবে, শান্তনু বলে গেছে বিয়ের জন্য নীলার পছন্দ করা ডিজাইনের ড্রেসটা দেখে আসতে। আসার পথে আবার একটু একটা শাড়ির দোকানে যেতে হবে। বিয়েতে আপনজনদের জন্য কিছু কাপড় কেনা দরকার। একমাত্র ছেলের বিয়ে বলে কথা। সবিতা দেবী শান্তনুর বাবাকে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে বলেছে- দু'জনে বিয়ের গয়না দেখতে যাবে জুয়েলারি দোকানে। এ সব কিছু দেখতে সময়ের ব্যাপার। তাইতো এত তাড়াহুড়ু। হোক ছেলের বৌয়ের জন্য পছন্দ মত জিনিস দেখতে যাওয়া, এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে!

কাজ শেষ করে শান্তনু বাস ষ্টেশনে চলে যায়। নীলাদের বাসায় যেতে রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে। তখন ছিল পিক আওয়ার। ঘরমুখো মানুষগুলো যেন বেপরোয়া হয়ে যায় ঘরে ফিরে আসার তাগিদে। কেউ যেন কাউকে কেয়ার করে না, সবাই তার নিজ নিজ স্মার্টনেস দেখাতে সর্বত্র নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে। এমনি পিক আওয়ারের সাথে শান্তনু খুবই পরিচিত। সে জানে এ ভিড় ঠেলে কি করে বাস ধরতে হবে। তাই তো ফুটপাথের ভিড় পার হয়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য পা বাড়ায়। শান্তনুর ডানে দু'টো বাস দাঁড়িয়ে ছিল যাত্রী নামিয়ে নতুন যাত্রী তোলার জন্য, যে কারণে শান্তনু রাস্তার ডানদিকের রাস্তাটা ভাল করে দেখতে পায়নি। সে রাস্তা পার হওয়ার জন্য যেইনা পা বাড়িয়েছে, সেই মুহূর্তে প্রবলবেগে একটা গাড়ি এসে শান্তনুকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। শান্তনু শুধু বুঝতে পারে কিসে যেন সে একটা ধাক্কা খেল, তারপর সে আর কিছুই জানেনা।

যখন তার জ্ঞান ফিরে, সে কিছুই বুঝতে পাড়ছিল না। তার মনে হচ্ছিল যেন অনেক বড় একটা ঘুম থেকে জেগে উঠলো। সারা শরীর যেন অবস হয়ে আছে, চোখ আবার বন্ধ হয়ে আসছে। ইচ্ছে হয় ঘুমিয়ে পরতে। তবুও শান্তনু ভাবতে চেষ্টা করে সে এখানে কি ভাবে! তার শুধুমাত্র মনে পরে কি যেন একটা এসে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, তার পরের কিছুই আর সে মনে করতে পারছে না। আবার সে চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করে- পাশে বসা মাকে চিনতে তার কষ্ট হয় না। মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর যে তার ডানদিকে দাঁড়িয়ে ডানহাত খানা নিজের হাতের মুঠোর ভিতর নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে নীলা। অন্য হাতে একটু স্পর্শ করতেই সে বুঝতে পারে। শান্তনু নিজের শরীরটাকে একটু নাড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু মনে হচ্ছিল শরীর অবস হয়ে আছে কোথাও কোন অনুভূতি নেই। মা আমি এখানে কেন? আমার কি হয়েছে? তোমাদের চোখে জল কেন? আর আমি আমার শরীর মুভ করতে পারছি না কেন?

এক সাথে এতগুলো প্রশ্ন করে শান্তনু হাফাতে থাকে। নীলা তাড়াতাড়ি পাশের টেবিল থেকে জল ভর্তি গ্লাসটা শান্তনুর মুখে ধরে।

শান্তনু কি একটা বলতে চাচ্ছিল, এমনি সময় নার্স রুমে ঢুকে। শান্তনুর জ্ঞান এসেছে দেখে নার্স আস্বস্ত হয়। শান্তনুকে ছোটখাট কিছু কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর নার্স তার রুটিন চেক্ করতে থাকে। স্যালাইনের বোতল প্রায়ই শেষ পর্যায়ে। ব্লাড প্রেসারও বেশ হাই। নার্স যখন সবকিছু ডেইলি চার্টে নোট করছিল, শান্তনু নার্সকে অনুরোধ করে, সিস্টার আমার ডান পা'টা মনে হয় অবশ হয়ে আছে। দয়া করে আমাকে একটু হেল্প করবেন, আমি একটু ঘুরে শুতে চাই।

নার্স প্রমাদ গুনে! আস্তে করে চার্টটা বিছানার এক পাশে নামিয়ে রেখে, শান্তনুর কাছে এগিয়ে আসে। কোন ভূমিকা না করে নরম গলায় নার্স বলে, শান্তনুবাবু, আপনার কি হয়েছিল কিছু মনে পড়ে? না সিস্টার, শুধু মনে পড়ে কিসের যেন একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। এরপর আমি আর কিছুই বলতে পারবো না। শান্তনুবাবু, আপনি রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা গাড়ি আপনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, আর একটা বাস সেই সময় আপনার ডান পা'য়ের উপর দিয়ে চলে যায়। যার ফলে আপনার ডান পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

না..না. না...লা-?

শান্তনুর গলা আটকিয়ে আসে-।

সবিতাদেবী চিৎকার দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। নীলা নিজেকে সামলাতে না পেরে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। বাবা বিমলবাবু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছেন। নীলার মা-বাবা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত ঘরে একটা শোকের ছায়া নেমে আসে।

নীলা যখন শান্তনুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তখনই সেল ফোনটা বেজে ওঠে। শান্তনুর নাম দেখে একটা খুশীর আমেজ নিয়ে বলে ওঠে,

--- হ্যালো, কতো দূর? কখন থেকে অপেক্ষা করছি। এত দেরী হচ্ছে কেন?

অপর দিক থেকে কিছু বলার আগেই নীলা এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে।

--- ম্যাডাম আমার কথা শুনুন, আমি একজন পথযাত্রী। আমি এখান দিয়ে যাবার সময় একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে দেখে এগিয়ে আসি। যে লোকটার এ্যাকসিডেন্ট হয় তার পাশেই ফোনটা পাওয়া যায়। জানিনা আপনি এ লোকের কি হন, তবে এ খবরটা দেওয়ার জন্যই এ ফোন থেকে ফোন করা।

কোন দিকে না তাকিয়ে- নীলা দৌড়ে চলে ঘটনাস্থলে। সময়মত সবকিছু হয়েছিল বলেই শান্তনুর জীবন রক্ষা করতে পেরেছিল। তাও হয়তো সম্ভব হতোনা যদি না ডাঃ ইসলামের সাহায্য না পেত। নীলার একজন প্রিয় শিক্ষক ডাঃ ইসলামের সহায়তায় শান্তনুকে ভর্তি করা থেকে শুরু করে সমস্ত চিকিৎসা করা হয়েছে।

মা শান্তনুর মাথায় হাত বুলাতে থাকে। নীলা শান্তনুর হাতটাকে আরও শক্ত করে ধরে নিজের আশ্রয় খুঁজতে চেষ্টা করে।

অনেকক্ষণ পরে শান্তনুই প্রথম মুখ খুলে- নীলা তুমি চলে যাও। এখানে আমাকে দেখতে তুমি আর আসবে না।

বলে সে নিজের হাতটা নীলার কাছ থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে। একটা খোঁড়া লোকের সাথে কোন সম্পর্ক হতে পারেনা! তুমি যাও! বুক ভাঙ্গা কান্না চেপে নীলা দু'হাতে শান্তনুর মুখ চেপে ধরে। না শান্তনু, তা হতে পারেনা।

বলে শান্তনুর বুকের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

--- এ তুই কি বলছিস বাবা, ও না থাকলে তো তোকে আমি পেতাম না!

বলে ছেলের মাথায় হাত বুলাতে থাকে সবিতা দেবী। না মা না, তা হয় না! আমি ওর সাথে বেইমানি করতে পারবো না। আমি চাই ও সুখী হোক। আর কিছু বলতে পারেনা শান্তনু। দু'চোখে জলে ভরে যায়।

সাথে সাথে নীলা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, বলে, আমি যে তোমারই। আমি তোমার ছিলাম, এখনও তোমারি আছি এবং যুগ যুগ ধরে তোমারি থাকবো। আমি যে তোমাকেই শুধু ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি কোথায় সুখ পাবো? আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবনা।

একদমে কথাগুলো বলে নীলা তার বাবার দিকে তাকায়। বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে। অন্য পাশ থেকে সবিতা দেবী এসে নীলাকে জড়িয়ে ধরে। নীলার চোখ থেকে কয়েক ফোটা জল শান্তনুর গালের উপর টপ্ টপ্ করে পড়ে। হাসপাতালের ছোট্ট এ কামরাটা ভালবাসার সিক্ততায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এত কষ্টের মাঝে ও সবার মুখে ফুটে উঠে প্রফুল্লের হাসি॥

## আগমনকাল: আনন্দ ও দুঃখের কাল

**মাস্টার সুবল**

**আ**গমনকাল আসলেই অনেকেই ভাবেন আনন্দকাল আসছে। আগমনকাল মানে আনন্দের কাল। কিন্তু আমার কাছে আগমনকাল হলো আনন্দ ও দুঃখের কাল। পৃথিবীতে মানুষের আগমন একবারই হয়। ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্ট মানুষ হয়ে পৃথিবীতে একবারই আগমন করেছিলেন। কিন্তু মানুষ প্রতি বছরই তাঁর আগমনকাল পালন করে থাকে। এর অর্থ, যিশুখ্রিস্ট পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু তাঁর জন্মের তারিখটা অনুসারে আগমনকাল পালন করা হয়। আগমনকাল সময়টা ডিসেম্বর মাসে চারটি রবিবার অর্থাৎ ৪ সপ্তাহে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করা হয়।

আনন্দ = ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন, শুভ বড়দিন। বড়দিনকে উপভোগ করার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বড়দিনের আগে বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। উত্তম জামাকাপড় ক্রয় করেন। বিভিন্ন প্রকার পিঠাপুলি তৈরি করেন। পানীয় ব্যবহারে যুবা এবং বৃদ্ধগণ সবাই আনন্দে মেতে উঠেন। কথায় আছে, বড়দিনের আগের রাতে শত্রু মিত্র এক হয়। বাঘে-ছাগলে একঘাটে জল খায়। গরু-সিংহে একসাথে ঘুমায় ইত্যাদি।

দুঃখ = যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরপুত্র হয়েও গরু ছাগলের সাথে গোশালায় জন্মগ্রহণ করেছেন। সাধু যোসেফ স্বপ্নে আদেশ পেয়ে রাজা হেরোদের ভয়ে যিশু ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে গেলেন। রাজা হেরোদ যিশুকে না পেয়ে অনেক রেগে গিয়ে দুই বছর বা তার চেয়ে কম বয়সের সমস্ত শিশুকে হত্যা করার আদেশ দেয়। যিশুর যাতনাভোগ সময়ে, যিশুর হাত ও পা পেরেকে বিদ্ধ, মাথায় কাঁটার মুকুট, তিন ঘণ্টা এই কষ্ট ক্রুশের উপর সয়ে তিনি নত মস্তকে প্রাণত্যাগ করেন। এতে দুঃখিত হয়ে ভূমি কাঁপলো, পাথর ফাঁটলো, সূর্য অন্ধকারময় হলো। অর্থাৎ আগমনকাল একই সাথে আনন্দের কাল এবং যিশুর জীবনের দুঃখের বিষয়গুলোও আমাদের স্মরণ করে দেয়। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তিত করে যিশুর আগমন নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করার সময়ও এই আগমনকাল। লেখায় ভুল থাকলে ক্ষমা চাই॥

## দয়াময়ী মা মারীয়া

**সংগ্রামী মানব**

হে পবিত্রা দয়াময়ী মা মারীয়া
স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত নারী,
প্রণাম তোমায়, অজস্র ভালোবাসা
স্নেহ, মিলন-সমাজে বেঁধেছ আমায়।
তুমি তো দয়াময়ী, নিষ্কলঙ্কা কুমারী
কুমারীত্বকে করেছ বরণ নির্ভয়ে;
ঈশ্বর পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছ গৌরবে।
তুমিতো এক মহিয়সী নারী
যখনই আসি তোমাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
খুঁজে পাই মোরা মন-সান্ত্বনা;
উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করি একই কুমারীত্ব
করি অবিরত যাচনা-প্রার্থনা।
সদা- সর্বস্থানে ভালোবাসা অবলুপ্ত হলে পর
তোমারই ভালবাসায় পরিপূর্ণতা পায়
অনিক, অশোক, রবিন ও পরিমল।
তোমার নিঃস্বার্থতার কর্ম প্রয়াসে
ত্রি-ভূবন আজ আনন্দে মাতোয়ারা,
তাইতো সবাই করছে অবিরত তোমারই
ভজনা।
তোমার কুমারীত্ব এক মহৎ কৌমার্য
তাইতো তোমায় মা বলে ডাকছে;
মানবেরা অবিরত।
তুমিতো ছিলে পাশে নিজ পুত্র মৃত্যু সনে
একই আস্থা বিশ্বাস মোদের মাঝে,
তোমারই তরে নিজেদের দিয়েছি সপে
আগলে পুত্র ভেবে রেখো এ নিরীহকে।

## চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র পাল্লিউম (আর্চবিশপীয় প্রতীক) বিভূষণ অনুষ্ঠান

**মিকি পল গনসালভেছ :** গত ২৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় নগরীর সেন্ট প্ল্যাসিড'স স্কুল এণ্ড কলেজ মাঠে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে চট্টগ্রামের আর্চবিশপ শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি পাল্লিউম (আর্চবিশপীয় প্রতীক) বসনে বিভূষিত হন। 'পাল্লিউম' হল উলের তৈরী একটি পোষাক বিশেষ যা পোপ মহোদয় একজন আর্চবিশপকে পরিয়ে দেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর প্রতিনিধি, আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী উক্ত পাল্লিউম বসনে আর্চবিশপ মহোদয়কে বিভূষিত করেন। আধ্যাত্মিকময় এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সকল বিশপ, বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারসহ প্রায় ১৬০০ খ্রিস্টভক্ত।

## ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালা- ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ

**সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ** "মণ্ডলীর কার্যে অংশগ্রহণ, মিলন ও প্রেরণ"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৮টায় সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, রমনাতে অতি আনন্দের সাথে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল এনিমেটরদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটিতে সেবারত ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিও, ফাদার সেন্টু কস্তা, ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা, সিস্টার শিশিলিয়া পিমে এবং মিসেস ঝর্ণা ডি'ক্রুশ। কর্মশালার প্রথমেই ছিল রেজিষ্ট্রেশন ও নাস্তাগ্রহণ। এরপর খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এনডি' ক্রুশ ওএমআই। উপদেশে আর্চবিশপ বলেন নিষ্পাপ শিশুদের যত্ন নেয়া হলো চমৎকার সেবাদায়িত্ব। এরপর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ও আর্চবিশপ মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্মশালার মূলভাবের উপর উপস্থাপনা রাখেন ডক্টর আলো বেনেডিক্ট ডি' রোজারিও। তিনি সিনড ও সিনড- এর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নীতিমালার উপর শিশুমঙ্গল এনিমেটরদের সুস্পষ্ট ধারণা ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এরপর ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করেন এবং দলীয় কাজ উপস্থাপন করেন। ফাদার রোদন হাদিমা (জাতীয় পরিচালক, পিএমএস) পিএমএস সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর ছিল অঞ্চলভিত্তিক বাইবেল কুইজ ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। একই সাথে বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রতিষ্ঠাত্রী পলিন মেরী জেরিকোট-এর ছবি (যাকে আগামী বৎসর ২০২২-এর মে মাসে সাধ্বী শ্রেণিভুক্ত করা হবে) অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া- এর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সাড়াদিন ব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত কর্মশালায় ১২০ জন অংশগ্রহণকারী এবং ৩০জন ব্রাদার, সিস্টার এবং ডিকন উপস্থিত ছিলেন॥

## "খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ"- ২০২১

**ভিক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস** বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্টস মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর আয়োজনে ও কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (সিডিআই) এর সহযোগীতায় বাংলাদেশের ৭টি ধর্মপ্রদেশের ইউনিটগুলো থেকে মোট ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে "খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- ২০২১"

এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি ১৯ ও ২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (সিডিআই), ঢাকা, মালিবাগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসএম এর সভাপতি স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ, প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী সামিরন অর্পা কুজুর, প্রাক্তন চ্যাপলেইন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণ হলেন চয়ন হিউবার্ট রিবেরু, মিসেস সামিরন অর্পা কুজুর, প্রভা রোজারিও, স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ, প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরীফিকেশন, দুইদিনে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার অপু সলোমন রোজারিও সিএসসি, ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি এবং ফাদার জেমস শ্যামল গমেজ। সেই সাথে বিসিএসএম এর প্রাক্তন চ্যাপলেইন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি - কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং বিসিএসএম পরিবারে নতুন চ্যাপলেইন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি কে স্বাগতম জানানো হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন এবং প্রশংসাপত্র প্রদান এবং আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে "খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- ২০২১" সমাপ্ত হয়॥

# সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস- ২০২১
## মূলসুরঃ "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ (লুকঃ ৭:১৪)"

**ফাদার ভ্যালেন্টাইন তালাং ওএমআই** ▯ সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে এবং জাতীয় যুব কমিশনের সহযোগিতায় গত ১৯-২০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ লক্ষ্মীপুর মিশনের সেন্ট ইউজিন হিউম্যান ফরম্যাশন এন্ড ডেভেলমেন্ট সেন্টারে সিলেট ধর্মপ্রদেশের যুব দিবস-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট ধর্মপ্রদেশের ৭টি ধর্মপল্লী থেকে মোট ১৫৫ জন যুবক-যুবতী ও এনিমেটর প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। আহারের পর দুপুর ৩:৩০ মিনিটে যুব দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘোষণা করা হয় এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার যোসেফ গমেজ ওএমআই, এ ছাড়াও অতিথি হিসেবে বনিফাস খংলা, ফাদার ভ্যালেন্টাইন তালাং ওএমআই, ফাদার প্লাসিড রোজারিও সিএসসি, সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০ নভেম্বর সকালে প্রার্থনা ও নাস্তা খাওয়ার পরে যুব র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন এপিসকপাল যুব কমিশনের নির্বাহী সেক্রেটারী ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি। র‍্যালীর পরে সিলেট অঞ্চলের আদিবাসীদের বর্তমান জীবনযাত্রা ও চ্যালেঞ্জ বিষয় নিয়ে ফাদার যোসেফ গমেজ ওএমআই, মিস্ ফ্লোরা বাবলী তালাং, সাংবাদিক এলিমন সুঙ কে নিয়ে টক-শো পরিচালনা করেন ফাদার ভ্যালেন্টাইন তালাং ওএমআই।

যুব দিবসের মূলসুর: "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ", এই বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি এবং সিস্টার রোজলিন রোজারিও আরএনডিএম। সহভাগিতায় "মণ্ডলীতে যুবক-যুবকতীদের অবস্থান, বর্তমান অবস্থা, ও চ্যালেঞ্জ সমূহ তুলে ধরেন এবং তাদের জেগে উঠার জন্য আহ্বান করেন।

বিকালে সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে কীর্তনের মাধ্যমে যুবাদের মাঝে বরণ করে নেওয়া হয়। বিকাল ৩টায় ৩য় অধিবেশন "সিনড ও ধর্মপ্রদেশের প্রত্যাশা"- নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। "সহভাগিতায় তিনি সিনডের মূল বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নিয়ে আলোচনা করেন। মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ- এই তিনটি মূল বিষয় নিয়ে পোপ মহোদয় আমাদের উদ্দেশে এই সিনড আহ্বান করেছেন।" বিশপের সহভাগিতার পর খেলাধুলা আয়োজন করা হয়।

দিনের শেষে ধন্যবাদ ও সমাপনী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ গমেজ। রাতের আহারের পর অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস-২০২১ এর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

# খাসি কাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব জিংয়াসেং (খ্রিস্টরাজার পর্ব) উদ্‌যাপন

**মার্কুস লামিন** ▯ বাংলাদেশ খাসি কাথলিক রাংবাঃ বালাং এসোসিয়েশনের আয়োজনে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলা লক্ষ্মীপুর ক্যাথিড্রাল গির্জায় গত ২১ নভেম্বর ধর্মীয় ভাবগাম্বীর্যের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী জিংয়াসেং (খ্রিস্টরাজার পর্ব) উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। জিংয়াসেং- এ উপস্থিত থেকে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। সহার্পিত যাজক ছিলেন ফাদার ভেলেন্টাই তালাং ওএমআই, ফাদার যোসেফ গমেজ ওএমআই, ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি- সহ সিলেট ধর্মপ্রদেশের ফাদারগণ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত খ্রিস্টযাগে সিলেট ধর্মপ্রদেশের অবস্থিত সকল খাসি পুঞ্জি (পল্লী) থেকে খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ তার উপদেশ বাণীতে বলেন, যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন ক্রুশে। পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে তিনি দেখিয়েছেন তিনি কিভাবে

বিজয়ী প্রভু, তিনি রাজা। সেটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন মানুষের জীবনে-অন্তরে। খ্রিস্ট রাজাকে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। তাহলেই এই রাজার রাজত্বে আমরা অংশী হতে পারব।

দুপুরের আহারের পর, মিশনের স্কুল প্রাঙ্গন থেকে আরাধনা সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রা শুরু হয়। খ্রিস্টভক্ত ধর্মপল্লীভিক্তিক দলে সুশৃঙ্খলভাবে প্রার্থনা ও গান করে সাক্রামেন্তের আরাধনায় অংশগ্রহণ করেন। বিকেল ৫টায় পর্বীয় অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য জিংয়াসেং-এ ২৫০০ জন অংশগ্রহণ করেন॥

## কাথলিক চিকিৎসক সংগঠনের ১৩তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

**ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা** ▯ 'পীড়িত মানুষকে সারিয়ে তোলো তোমরা *(মথি ১০:৮)*'- এই মূলসুরের উপর ভিত্তি করে গত ১৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)-এর ১৩তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালে অর্ধদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এটি অনুষ্ঠিতি হয় গির্জা, কাকরাইল, রমনা। প্রধান অতিথি ছিলেন এবিসিডি'র আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়ার গমেজ সিএসসি, ড.ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, চ্যাপলেইন, এবিসিডি ও ফাদার তুষার জেমস গমেজ খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল সম্পর্কে একটি ছোট আলোচনা করেন দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা এর সহ-সভাপতি আলবার্ট আশীষ বিশ্বাস এবং ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতালের প্রশাসনিক পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও। উপস্থাপনার পর আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে ১৩ তম জন্মদিনের কেক কাটা হয় এরপর যারা করোনা মহামারিতে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তাদের স্মরণার্থে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বক্তব্য পর্ব শুরু করার আগে ১৩টি মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয় সংগঠনের ১৩ বছরকে প্রতীকায়িত করে। বক্তব্য পর্ব শেষ করার পর এই উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশে প্রকাশিত স্মরণিকা 'নিউক্লিয়াস' এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের মধ্যেই পৃথক পৃথক সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি মহোদয়কে। মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয় প্রয়াত ডা. সেবাস্টিয়ান হালদার ও প্রয়াত ডা. বার্নার্ড বি নাথ-কে। সংগঠনের প্রতি অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজীবন সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় এসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও-কে। রাতের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

## ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা- ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**ফাদার বাবলু কোড়াইয়া** ▯ গত ২২ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহীতে **"সাধু যোসেফ মণ্ডলীর পালক ও খ্রিস্টীয় পরিবারের পিতা"** এই মূলসুরের উপর ভিত্তি করে উদ্‌যাপন করা হয় **ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা- ২০২১ খ্রিস্টাব্দ**। বিকেলে রেজিষ্ট্রেশন ও সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে জাতীয় কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। তার সহার্পিত খ্রিস্টযাগে আরো ১০ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন- অন্তরে আমরা যেন আরো উদার হই। দান করতে আমরা যেন নিজেদের বন্ধ করে না রাখি। একই সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জের্ভাস রোজারিও, সিসিপির প্রধান ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিগণসহ অংশগ্রহণকারী সবাইকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ সহ ৮টি ধর্মপ্রদেশ এর ৮ জন প্রতিনিধি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

ফাদার স্ট্যানিসলাউস সবাইকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এরপর রাজশাহীর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে "পবিত্র বাইবেল" তুলে দেন। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ কর্মশালার মূল বিষয় **"সাধু যোসেফ মণ্ডলীর পালক ও খ্রিস্টীয় পরিবারের পিতা"** সম্পর্কে তার সহভাগিতা তুলে ধরে বলেন- সাধু যোসেফ তার ব্যক্তি জীবনে একজন বিশ্বস্ত সেবকের ভূমিকা পালন করেন। **"ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ ও পরিবারে শিশু সুরক্ষা"** এ বিষয়ের উপর অনলাইনের মাধ্যমে চন্দন জেড গমেজ তার বক্তব্য তুলে ধরেন। পবিত্র বাইবেলের আলোকে শিশু সুরক্ষা আলোচনা শুরু করেন। শিশুদের কোন বৈষম্য তৈরী করা যাবে না, ২) শিশুদের মতামত গুরুত্ব দিতে হবে, ৩) তাদের বেঁচে থাকার অধিকার সৃষ্টি করতে হবে ( তারা কে কি কি হতে চায়), ৪) শিশুদের কথা শুনতে হবে।

ফাদার আলবিন গমেজ তার উপস্থাপনায় তুলে ধরেন 'ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের বৈশিষ্ট। ক্ষুদ্র খ্রিস্ট মণ্ডলির অগ্রগতির ৫টি ধাপ উপস্থাপনা করেন সিস্টার ক্লারা, এলএসসি ও ফাদার আলবিন গমেজ।

ফাদার বাবলু কোড়াইয়া ও ফাদার আনসেলমো মার্ডী, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের নেতৃত্ব এর উপর তাদের আলোচনা তুলে ধরেন।

ফাদার পল গমেজ ধর্মপ্রদেশভিত্তিক বাৎসরিক পরিকল্পনা ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ এর উপর দিক নির্দেশনা দান করেন। ধর্মপ্রদেশভিত্তিক প্রতিবেদন পাঠ করার পর ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ জাতীয় কর্মশালা-২০২১ এর সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তিনি তার উপদেশে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের মূল বিষয় বাইবেলের বাণী কেন্দ্রিক জীবন ও বাণীর শক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন॥

# ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টরাজা ও ওয়ানগালা উদ্‌যাপন

**আন্তোনী চিরান** ▯ গত ২১ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, ধাইরা পাড়াতে মহাসমারোহে খ্রিস্টরাজার পর্ব ও ওয়ানগালা উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ক্রুশের ওপর খুতুপ প্রদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রবেশ পাস্কাল রাংসার পৌরহিত্যে খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে তিনি ওয়ানগালার মাহাত্ম্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মণ্ডলীতে ৩৪তম রবিবার খ্রিস্টরাজার উৎসব হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে এবং ওয়ানগালা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন যা আগমনকালের বার্তা বহন করে। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আগামী বছর খ্রিস্টরাজার ওয়ানগালায় তিনদিনব্যাপী বইমেলা আয়োজন করবেন বলে ঘোষণা দেন এবং গারো লেখক-লেখিকাদের প্রকাশিত বইসমূহ মেলায় ডিসপ্লে করার বিশেষ আহ্বান জানান পাল-পুরোহিত। এরপর সে অনুষ্ঠানে নতুন নকমা নির্বাচন ও বরণ এবং প্রাক্তন নকমাকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়া হয়। পরিশেষে, ওয়ানগালা ও খ্রিস্টরাজার পর্ব সুন্দর ও সার্থক করার জন্য পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে ॥

# রুহিয়ায় প্রাক বিবাহ প্রশিক্ষণ

**ফাদার প্রশান্ত গমেজ** ▯ গত ৮-১০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রুহিয়া ধর্মপল্লীতে প্রাক বিবাহ সাক্রামেন্তের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে ৩৫ জন যুবক যুবতী অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন গ্রাম হতে যুবক যুবতীরা রুহিয়া ধর্মপল্লীতে আসেন এবং অতি গুরুত্ব, যত্ন সহকারে ও বিশদভাবে তাদের বিবাহের তাৎপর্য, মর্যাদা ও দাম্পত্য জীবনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা দান করেন জ্যাকলিন, চিত্র মোহন রায় ও জুলি দাস। প্রশিক্ষণ সমাপ্তি লগ্নে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে উক্ত প্রশিক্ষন সমাপ্ত হয়॥

# প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ অন্তর্গত রুহিয়া ধর্মপল্লীতে গত ৭ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মহা সমারোহে ও আনন্দের সাথে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। এতে মোট ১৫৫ জন ছেলে-মেয়ে খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে। পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন প্রার্থনা, সাক্রামেন্ত সমূহের এবং ধর্মীয় বিষয়াদির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ছেলে-মেয়েরা মোমবাতি হাতে শোভাযাত্রা সহকারে গির্জায় প্রবেশ করে। উক্ত দিনের পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু। ফাদার আন্তনি সেন, রুহিয়ার পাল-পুরোহিত অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন। উপদেশে বিশপ মহোদয় সুন্দরভাবে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণের তাৎপর্য তুলে ধরেন। আনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পাল-পুরোহিত তার সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অবশেষে ছেলে-মেয়েরা দুপুরের আহারের পর বিদায় নেয়॥

# ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস- ২০২১

**সুরভি পালমা** ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে "উঠে দাঁড়াও; তুমি যা দেখেছ তাঁর সাক্ষী রূপে আমি তোমাকে তোমাকে নিযুক্ত করলাম" *(শিষ্যচরিত ২৬:১৬)* উক্ত মূলসুরের আলোকে বিগত ১৫-১৮ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সেন্টার, ভাদুন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ নভেম্বর বিকালে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই সেন্টার প্রাঙ্গণে পৌঁছলে তাকে মাল্য প্রদান, কীর্তন এবং পা ধোয়ানের মধ্যদিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। পরে আর্চবিশপ মহোদয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস- উপলক্ষে বিশেষ বাণী রাখেন এবং যুব দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পরে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি উক্ত আয়োজনের সফলতা কামনা করেন এবং এই কয়েক দিনের অনুষ্ঠানে সবার সক্রিয় ও সচেতন অংশগ্রহণ কামনা করেন। এরপর নব নিযুক্ত জাতীয় যুব সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি-কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে ক্রুশ নিয়ে শোভাযাত্রা, স্থাপন এবং ক্রুশ অর্চনা হয়।

১৬ নভেম্বর খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ মহোদয়। সকালের অধিবেশনে আর্চবিশপ মহোদয় অনুষ্ঠানের মূলসুরের উপর তার সহভাগিতায় সাধু পলের মন পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেন। বিকেলে দ্বিতীয় অধিবেশন "আমরা একতায় সহভাগী, মিলনে প্রেরণকর্মী" এ বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করেন ফাদার তুষার জেম্‌স গমেজ। এরপর সারাদিনের উপস্থাপনের উপর দলীয় কাজ দেওয়া হয় এবং পরে দলগতভাবে তা উপস্থাপনা করা হয়। সন্ধ্যায় ফাদার শ্যানেল গমেজ এর পরিচালনায় ক্রুশ অর্চনা করা হয়। ১৭ নভেম্বর "বন্ধু নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ জীবন ভাবনা" এ বিষয়ে প্রথম অধিবেশন উপস্থাপন করেন ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা। এরপর স্বপ্নীল ক্রুশ বাংলাদেশক্যাথলিক মণ্ডলীতে বিভিন্ন যুব আন্দোলনসমূহ বিষয়ে সহভাগিতা করেন। বিকেলে তৃতীয় অধিবেশন পরিচালনা করেন জন ভিয়ান্নী হাসপাতাল থেকে আগত ব্যক্তিবর্গ সমূহ। সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ উৎর্সগ করেন ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ। তিনি খ্রিস্টযাগে যুবাদের উঠে আসার নানা দিক তুলে ধরেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক এবং সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তিনি তার নিজ জীবন অভিজ্ঞতা সহভাগিতায় যুবাদের উঠে আশার আহ্বান জানান। উক্ত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সকলের অংশগ্রহণে সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৮ নভেম্বর সকাল ৬:৩০ মিনিটে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎর্সগ করেন। এরপর যুব দিবসের তিন দিনের কর্মসূচির স্লাইড শো প্রর্দশন করা হয় এবং পরে যুবাদের উঠে দাঁড়ানো এবং খ্রিস্ট সাক্ষ্যদানের প্রেরণ বাণী দিয়ে তিন দিনের এই যুব দিবসের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত যুব দিবসে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে প্রতিনিধি পর্যায়ের ৫৪ জন ছেলে, ৩৭ জন মেয়ে, ৪২ জন যুব এনিমেটর, ১৪ জন ফাদার, ১১ জন সিস্টার সহ সর্বমোট ১৫৮ জন এতে অংশগ্রহণ করেন॥

# কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধন

**কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক** ▯ "কারিতাস বাংলাদেশ: ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা" – এই মূলসুর নিয়ে গত ২৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন হোটেল সৈকতে এক আনন্দঘন বর্ণাঢ্য পরিবেশে সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নভেম্বর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত বছরব্যাপী সারা দেশে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করবে কারিতাস বাংলাদেশ। সকালে সুবর্ণজয়ন্তীর শোভাযাত্রা পাথরঘাটায় অবস্থিত সেন্ট প্লাসিডস্ হাইস্কুল ও কলেজ মাঠ হতে শুরু হয়ে হোটেল সৈকত প্রাঙ্গণে শেষ হয়। এরপর দুপুর ১টা পর্যন্ত নানা ধরনের আয়োজনের মধ্যদিয়ে সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী দিন উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা ও কারিতাস পতাকা উত্তোলন, ফেস্টুন সহকারে বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উন্মুক্তকরণ, বৃক্ষরোপণ, ফটো গ্যালারি উন্মোচন, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও যুগ্মসচিব ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, কারিতাস বাংলাদেশের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও॥

# আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি দিলীপ রোজারিও, পিতা মৃত: লুকাশ রোজারিও রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বড়সাতানী পাড়া গ্রামের একজন দরিদ্র খ্রিস্টভক্ত। আমিই আমার দরিদ্র পরিবারের চারজন সদস্যের একমাত্র অবলম্বন। আমার দাঁতে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যধি ধরা পরে, যার অপারেশন ও কেম থেরাপীর জন্য ৬,০০,০০০ (ছয়লক্ষ) টাকা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। পারিবারিক ভাবে চিকিৎসার ব্যয়-ভার বহণ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমার চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যাবার জন্য আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্য ও প্রার্থনা কামনা করছি।

**বিনীত প্রার্থনায়**

**দিলীপ রোজারিও**
গ্রাম: বড়সাতানী পাড়া

**সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা**
**বিকাশ নম্বর: ০১৭০৫৭২১৬৫৮**

**ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ**
পাল-পুরোহিত
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর

# মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি)

## ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-আবাসিক

আগামী ০৯ জানুয়ারী ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে মট্স-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৪৬) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী ১২ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭ নং অনুচ্ছেদে লিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে ।

**১। প্রার্থীদের যোগ্যতা ঃ**

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এস.এস.সি. পাশ/ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণ (খ) বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত
(গ) বয়স সীমা ঃ ১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে ১৫ থেকে ২০ বছর
(ঘ) আর্থিক অবস্থা ঃ অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের গ্রামীণ মেধাবী যুবক
(ঙ) অগ্রাধিকার ঃ আদিবাসী, মেয়ে ও কারিতাসের ভূমিহীন সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/পোষ্য

**২। প্রশিক্ষণ বিষয় ঃ**

(ক) অটোমোবাইল ঃ অটোমোবাইল এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ
(খ) মেশিনিষ্ট ঃ লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরী, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ

**৩। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ**

(ক) ১ম ও ২য় বর্ষ ঃ কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।
(খ) ৩য় বর্ষ ঃ মট্স এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।

**৪। বাছাই পদ্ধতি ঃ**

(ক) উপরোক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাছাই করা হবে

**৫। প্রশিক্ষণ শর্তাবলী আবাসিক ঃ**

(ক) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
(খ) প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃংখলা ভঙ্গ করলে প্রশিক্ষণ কোর্স হতে বহিঃস্কার করা হবে।
(গ) নিয়ম শৃংখলা পরিপন্থী অথবা যে কোন কারণে প্রশিক্ষণ ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সাপেক্ষে সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে।
(ঘ) মট্স এ থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণ মোট খরচের ৭০% মট্স এবং ৩০% টাকা প্রশিক্ষণার্থী বহন করবে।
(ঙ) ভর্তিকালীন ভর্তি ফি ও মেডিক্যাল চেকআপসহ ৮,০০০/- টাকা এবং জানুয়ারী ২০২২ খ্রিস্টাব্দের থাকা-খাওয়া ও টিউশন ফি বাবদ ২,৫০০/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা নগদ জমা দিতে হবে।
(চ) মট্স এ থাকা-খাওয়া বাবদ মাসিক ৫,০০০/- এবং প্রশিক্ষণ ফি বাবদ মাসিক ৩,৫০০/- মোট ৮,৫০০/- টাকার ৩০% অর্থাৎ ২,৫০০/- প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে নগদ জমা দিতে হবে।
(ছ) নির্বাচিত এস.এস.সি পাশ প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কসশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে।
(জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মট্স এর সনদপত্র দেয়া হবে এবং চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

**৬। দরখাস্ত করার নিয়ম ঃ**

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে।
(খ) দুই কপি সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে।
(গ) এস.এস.সি পাশ/ পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এস.এস.সি মার্কসশীট/ প্রবেশপত্র এবং প্রশংসাপত্রের কপি দিতে হবে।
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দিতে হবে।

**৭। কোন এলাকার প্রার্থী কোন আঞ্চলিক অফিসে দরখাস্ত জমা দিবে তার ঠিকানা ঃ**

| এলাকার নাম | কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা | এলাকার নাম | কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি -১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬ | কারিতাস বরিশাল অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদী, বরিশাল - ৮২০০ |
| কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০ | কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, পো: বক্স-১৯, রাজশাহী - ৬০০০ |
| কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড, (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম | কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, পোঃ বক্স নং-০৮ দিনাজপুর - ৫২০০ |
| কারিতাস খুলনা অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড, খুলনা - ৯১০০ | কারিতাস সিলেট অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট, খাদিমনগর, সিলেট - ৩১০৩ |

বিঃ দ্রঃ সীমিত সংখ্যক আসনে তিন (৩) বছর মেয়াদী এল.টি.এম.সি কোর্সে মাসিক ৩,৫০০ টাকা কোর্স ফি প্রদান সাপেক্ষে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। ২, ৩, ৪ এবং ৬ নম্বর নিয়মাবলী অনাবাসিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

এছাড়াও ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকাশ করা হবে।

যোগাযোগঃ

| | |
|---|---|
| পরিচালক<br>মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি<br>১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬! | প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা<br>মোবাইল : ০১৭১৬৫৯৪৮০৭, ০১৭২১২৭৫৭১৭<br>E-mail: mawts@caritasmc.org, Website: www.mawts.org |

**মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান**

বিজ্ঞ/৩৪৩/২০২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 44
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪৪
Regd. No. DA-33
❖ 5 - 11 December, 2021, ২১ - ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST


# পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- কাথলিক ডিরেক্টরী
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- গোশালা সেট
- কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি)
- ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার

**বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান** শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

# ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

আমরা অভিজ্ঞ স্থপতি দ্বারা আধুনিক মানসম্পন্ন ও রুচিশীল ভবন নির্মাণ করে থাকি। নিরিবিলি, মনোরম ও খোলামেলা পরিবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে।

## ফ্ল্যাটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩টি বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, ৪টি বাথ-কাম-টয়লেট, ৪টি বারান্দা ও রান্নঘর। লিফ্ট, জেনারেটর ও কার পার্কিং সুবিধা আছে।

## ফ্ল্যাটের আয়তন

- মনিপুরীপাড়া: ৭০০ (রেডি ফ্ল্যাট), ১৩৪৩, ১৩৫৮, ১৯৮৮ বর্গফুট
- তেজকুনিপাড়া: ১৩৫৮ বর্গফুট
- রাজাবাজার : ১০১৫ বর্গফুট
- মিরপুর, সেনপাড়া পর্বতা ঃ ১৪৫০ বর্গফুট (রেডি ফ্ল্যাট)।

SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED

THE DREAM OF LIFE
SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED
62/A, Monipuripara (1st Floor), Tejgaon, Dhaka-1215
Phone :+88-02-9117489, +88-01310095012, +88-01310095018

Find us at sarbuilders2010/ : sarbuildersltd@gmail.com : www.sreejaarbuildersltd.com +88-01310095012, +88-01310095018

বিজ্ঞ/৩৪৪/২০২১


Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org